Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আরবি ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সৈয়দা সালমা করিম

রোলঃ 227022412

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আরবি ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সৈয়দা সালমা করিম

রোলঃ 227022412

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " আরবি ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সৈয়দা সালমা করিম, আইডিঃ 227022412 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " আরবি ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সৈয়দা সালমা করিম

আইডিঃ 227022412

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

No table of contents entries found.

আরবি ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব

ভূমিকা:

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলি ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।' (সুরা রুম : ২১-২২)।

ভাষা আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠ নেয়ামত। মানুষের মনের ভাব প্রকাশ করার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে ভাষা। পশুপাখি কথা বলার প্রয়োজন হয় না আর মানুষের কথা বলার প্রয়োজন হয়। তাই মানুষের মুখ নিসৃত অর্থপূর্ণ ধ্বনিসমষ্টিকে ভাষা বা اللغة (লুগাত) বলা হয়। ভাষার মাধ্যমে মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করে। এই ভাষা মানুষের চিন্তা চর্চার বাহন, মানব পরিচয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভাষা একটি জাতির প্রতীক; জাতির অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ। ভাষার পরিচয়ের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে একটি জাতির জাতিসত্তা। কোনো জনগোষ্ঠীর একটি নির্দিষ্ট ভাষাকে বিশ্বের কাছে তাদের জাতীয় অস্তিত্ব তুলে ধরে। বর্তমান বিশ্বে যেসকল ভাষা ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে আরবি ভাষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ভাষা। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই আরবি চর্চা শুরু হয়েছে। জাতি-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সবাই তা শিখছে। আরবি ভাষা শ্রেষ্ঠ একটি ভাষা। আরবি ভাষা প্রচার-প্রসারের দিক থেকে পৃথিবীর পঞ্চম শ্রেষ্ঠ ভাষা। সব দেশেই দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে আরবি ভাষাকে শিক্ষা দান করা হচ্ছে। এ জন্য পৃথিবীব্যাপী আরবি ভাষা শেখার এক জোয়ার চালু হয়েছে।

ড. রফায়েল বাত্তি বলেন, 'আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হলো, পৃথিবীতে এমন কোনো ভাষা নেই, যা আরবি ভাষার সঙ্গে টক্কর দেবে; চাই ভাব প্রকাশের দিক থেকে হোক বা বোঝা ও অনুধাবনের দিক থেকে হোক।'

আরবি ভাষা সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভাষা। এ কথার স্বীকৃতি প্রাচ্যবিদরাও দিয়েছে। সুতরাং সব ভাষার মাঝে আরবি ভাষার রয়েছে সবচেয়ে উচ্চ ও উন্নত আসন।

আরবি ভাষা :

বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত ভাষাগুলোর মধ্যে আরবি সমৃদ্ধ ভাষা।পৃথিবীর প্রায় ২৮০ মিলিয়ন মানুষের প্রধান ভাষা এবং প্রায় ২৫ দেশের রাষ্ট্রভাষা আরবী। বর্তমানে আরবী ভাষা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। ভাষাবিদদের দৃষ্টিতে এ ভাষা হচ্ছে চিরযৌবনা ভাষা। এর কোনো শৈশব বা বার্ধক্য নেই। কোরআনের ভাষা হওয়ার সুবাদে এ ভাষার কোনো মৃত্যু নেই। আরবি আজ শুধু আরব জাতি ও মুসলিম জাতির ভাষা নয়; এ ভাষা আজ বিশ্বের অন্যতম

প্রধান ভাষায় পরিণত হয়েছে। আরবি ভাষার অনন্য বৈশিষ্ট হচ্ছে, তা সৃজনশীল। রয়েছে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারার সক্ষমতা। সভ্যতার যোগাযোগে এর ভূমিকা অনন্য। এ ভাষার রয়েছে শব্দ-বাক্যের বিশালতা; যা অনিঃশেষ বিবরণ দিতে থাকে, কিন্তু ফুরায় না। এর বিকাশধারা চির বহমান। কবি হাফেজ ইবরাহিমের ভাষায়,

'আমি সমুদ্রের মতো বিশাল, আমার গভীরে রয়েছে অসংখ্য মণিমুক্তা। তারা ডুবুরিকে জিজ্ঞেস করেছে আমার এ সম্পদের বিষয়ে?'

আরবি ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ:

আরবি ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর সেমিটিক ভাষাসমূহের একটি ভাষা। এটি প্রাচীন ভাষাসমূহের অন্যতম ভাষা । সকল ভাষাই আল্লাহর সৃষ্টি। মানব সৃষ্টির শুরু থেকেই ভাষার সৃষ্টি। আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতি (রহ.) বলছেন, পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন ও প্রথম ভাষা আরবি। অনেকে মনে করেন, আদম (আ.)-কে সর্বপ্রথম জান্নাতে যে ভাষাজ্ঞান দান করা হয়েছিল সেটি ছিল আরবি। কেননা আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আর মানুষের মনের ভাব প্রকাশের জন্য ভাষাও তিনি সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ তাআলাআল কুরআনে বলেন,

'পরম করুনাময়। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন। তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ। তিনি তাকে শিখিয়েছেন (ভাব প্রকাশ করতে) ভাষা।'

(সুরা : আর রহমান, আয়াত: ১-৪)

সুতরাং আল্লাহ জগৎ সৃষ্টির আগেই ভাষা সৃষ্টি করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, জান্নাতে আদম (আ.)-এর ভাষা ছিল আরবি। তিনি নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করার পর আরবি ভাষা ভুলে যান। অতঃপর সুরিয়ানি ভাষায় কথা বলতে শুরু করেন। দুনিয়াতে এসে তার তাওবা কবুল হওয়ার পরে আবার আরবি ভাষায় কথা বলতে সক্ষম হন।

(আল মুজহির : ১/৩০)

আব্দুল মালিক ইবনে হারিস-এর মতে আদম আলাইহিস সালাম যে ভাষা নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেন, তা ছিল আরবি। মানব জাতির আদি মানব-মানবী যেমন আরব ভূমিতেই আবির্ভূত হন, তেমনি আদি মানবগুষ্ঠির ভাষার সৃষ্টি ও এখানেই।

অনেক পণ্ডিত মনে করেন, ভাষা সৃষ্টির আগে মানুষ আকার, ইঙ্গিত, ইশারা, চিত্র ইত্যাদি ব্যবহার করে মনের ভাব প্রকাশ করতো। কিন্তু আমরা যদি আল-কুরআন পর্যালোচনা করি, তা হলে দেখা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের মানব জাতির সৃষ্টির বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছেন। সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, মানব জাতির সৃষ্টির পূর্বেই ভাষার সৃষ্টি ।

হযরত আদম আলাইহিস সালাম তদীয় সন্তান হযরত শীষ আলাইহিস সালামকে শিক্ষাদান করেন। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম তাঁর অনুসারীদের তুফানের বিষয়ে অবগত করান। তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মক্কায় বসবাস করেন। মক্কার ভাষা আরবি। সুতারাং সৃষ্টি সভ্যতার শুরু থেকেই আরবি-ভাষা স্বমহিমায় উদ্ভাসিত ও বর্তমান।

আরবি ভাষার উৎস:

আরবি একটি সেমিটিক ভাষা, যা মূলত আফ্রো-এশিয়াটিক ভাষা-পরিবারের একটি অংশ। এটি এই পরিবারের প্রোটো-সেমিটিক শাখা থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো- এটি সেমিটিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্যান্য উপগোষ্ঠীর (যেমন- উত্তর-পশ্চিম সেমিটিক, সেন্ট্রাল সেমিটিক, দক্ষিণ সেমিটিক, পূর্ব সেমিটিক, পশ্চিম সেমিটিক) ভাষার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, যার মধ্যে রয়েছে হিব্রু, আরামাইক, সিরিয়াক, ফিনিশিয়, মিশরীয়, ক্যানানাইট, প্রাচীন উত্তর ও দক্ষিণ অ্যারাবিয়ান এবং ইথিওপীয়সহ অন্যান্য অসংখ্য মৃত ও সকল জীবিত আধুনিক ভাষা। যদি কেউ এই ভাষাগুলোতে কথা বলতে পারে, তা হলে বুঝতে পারবে এদের মধ্যে কত মিল আছে। উদাহরণস্বরূপ, শুধু আরবি এবং হিব্রুতে সালাম এবং শালোমের মতো একটি শব্দের দিকে তাকানো যায়, যার উভয়েরই অর্থ ‘শান্তি’।

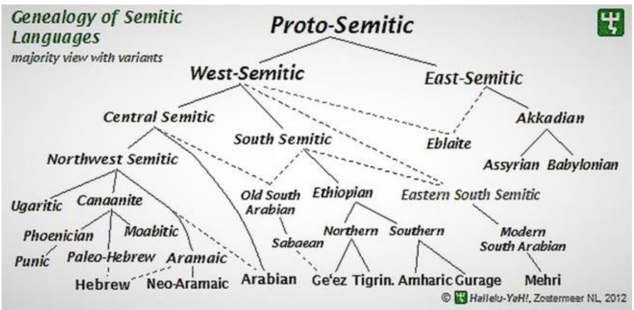

Image source: tuppublog.wordpress.com

সেমিটিক ভাষার উপগোষ্ঠীর সর্বোত্তম শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে ভাষাবিদদের মধ্যে এখনও ভিন্নমত দেখা যায়। সেমিটিক ভাষাগুলো প্রোটো-সেমিটিক এবং মূল বা সেন্ট্রাল সেমিটিক ভাষার উদ্ভবের মধ্যে, বিশেষত ব্যাকরণে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে বলে তারা মনে করেন। ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে জানা যায়- আরবি ভাষা সেমিটিক ভাষা পরিবার থেকে এসেছে, এবং এটি ঐ পরিবারের অন্যান্য সেমিটিক ভাষার সাথে বিকশিত হয়েছে। সেই দিক থেকে বিশেষ করে

আরবি ভাষা মূলত কোনো নির্দিষ্ট ভাষা কোথা থেকে এসেছে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বেশ কঠিন, কারণ ভাষা সর্বদা পরিবর্তিত এবং বিকশিত হয়।
আরবি এবং অন্যান্য সেমিটিক ভাষা, যেমন- হিব্রু, আরামাইক এবং ফিনিশিয় সব একই প্রোটো-সেমিটিক ভাষা থেকে বিকশিত হয়েছে। আরবি ভাষা মূল বা সেন্ট্রাল সেমিটিক শাখার অন্তর্গত একটি ভাষা, যেখানে সেন্ট্রাল সেমিটিকের আরেকটি শাখা থেকে হিব্রু, আরামাইক এবং ফিনিশিয় ভাষাগুলো এসেছে। সেমিটিয় গোত্রের ভাষাসমূহের অন্তর্গত জীবিত সেমিটিক ভাষাগুলো হলো আধুনিক হিব্রু ভাষা (ইসরায়েলের ভাষা), আমহারীয় (ইথিওপিয়ার ভাষা), এবং ইথিওপিয়ায় প্রচলিত অন্যান্য ভাষা। মৃত সেমিটিয় ভাষাগুলোর মধ্যে আছে প্রাচীন হিব্রু, আক্কাদীয় (ব্যাবিলনীয় ও আসিরীয়), সিরীয় ও ইথিওপীয় ভাষা।
বহু আরব বিশেষজ্ঞ আরবি ভাষার উৎস খোঁজার চেষ্টা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, ইবনে আল ক্বালবি তার লিখিত কিতাব আল-আসাম বইয়ে লিখেছেন, ব্যাবিলন থেকে আসা আমালিয়ার জায়ান্টরাই প্রথম আরবিতে কথা বলতেন, এবং তাদের সাথে এটি আরব ভূখণ্ডে ছড়িয়ে দেন। এছাড়া একটি জনপ্রিয় ও ব্যাপক গৃহীত তত্ত্ব ও ধারণা হলো- আরবি ভাষা দক্ষিণ আরব ও আধুনিক ইয়েমেনের আশেপাশে উদ্ভূত হয়েছে, এবং পরে এটি উত্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে পাওয়া আফ্রো-এশিয়াটিক ভাষা পরিবার থেকে আরবি ভাষা কীভাবে এলো তার একটি সম্ভাব্য প্রবাহ চিত্র:

আফ্রো-এশীয় > সেমিটিক > পশ্চিমনসেমিটিক > সেন্ট্রাল সেমিটিক > উত্তর আরবীয় ভাষা > আরবি ভাষা

প্রাচীনকালে আরবের অধিবাসীরা বিভিন্ন সেমিটিক ভাষায় কথা বলত। দক্ষিণ-পশ্চিমে, প্রাচীন দক্ষিণ আরব পরিবারের (যেমন- দক্ষিণ থামুডিক) অন্তর্গত এবং এর বাইরের বিভিন্ন সেন্ট্রাল সেমিটিক ভাষার ব্যবহার ছিল। বিশ্বাস করা হয়, আধুনিক দক্ষিণ আরবীয় ভাষার (নন-সেন্ট্রাল সেমিটিক ভাষা) পূর্বপুরুষরাও এই সময়ে দক্ষিণ আরবের ভাষায় কথা বলত। উত্তরে, উত্তর হিজাজের মরূদ্যানে, দাদানিটিক এবং তায়মানিটিক শিলালিপির ভাষাগুলোর কিছুটা প্রতিপত্তি ছিল। নজদ এবং পশ্চিম আরবের কিছু অংশে 'থামুডিক সি' নামে শিলালিপিতে প্রাপ্ত একটি ভাষা পণ্ডিতরা খুঁজে পেয়েছেন। পূর্ব আরবে প্রাপ্ত একটি শিলালিপি থেকে হাসাইটিক নামে পরিচিত একটি ভাষার প্রমাণ পাওয়া যায়। এছাড়া, আরবের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে, থামুডিক বি, থামুডিক ডি, সাফাইটিক এবং হিসমাইক নামে পণ্ডিতরা চারটি বিভিন্ন ভাষা পেয়েছেন। ভাষাপণ্ডিতদের প্রাপ্ত তত্ত্বের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, সাফাইটিক এবং হিসমাইক প্রকৃতপক্ষে আরবি ভাষার প্রাথমিক রূপ এবং সেগুলোকে পুরনো আরবি হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।

পুরাতন আরবি

আরবি ভাষার সম্ভাব্য প্রাচীনতম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন মনে করা হয় জর্ডানের বায়ির এলাকায় প্রাপ্ত খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের প্রথমদিকের একটি শিলালিপিকে। অবশ্য এর ভাষা আরবি না অন্য কোনো সেমিটিক ভাষা তা সম্পূর্ণ পরিষ্কার নয়। তবে, প্রথম সহস্রাব্দের দ্বিতীয়ার্ধের দিককার বহু শিলালিপি পাওয়া গেছে সিরিয়া, জর্ডান ও উত্তর পশ্চিম সৌদি আরবে। মূলত এই লিপিগুলোর উপর ভিত্তি করে এগুলোকে একটি উত্তরের শাখা (সাফাইটিক) ও একটি দক্ষিণের শাখায় (হিসমাইক) ভাগ করা হয়। এগুলোতে ব্যবহৃত লিপি পরবর্তীকালের আরবি লিপি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও তৎকালীন দক্ষিণ আরবে প্রচলিত লিপি থেকে উৎপন্ন। কিন্তু লিপি আলাদা হলেও এই লেখাগুলোর ভাষা বিবেচনা করে এগুলোকে আরবি ভাষারই প্রাচীন রূপ বলে নির্ণয় করেছেন ভাষাবিদরা।

আরব ভূমিতে প্রধান রাজ্যগুলোর একটি ছিল নাবাতিয়ান রাজ্য। তাদের রাজধানী ছিল জর্ডানের পেট্রা নগরীতে, যা উত্তর আরবে অবস্থিত। নাবাতিয়ান মানুষরা তখন আরবি ভাষা লিখত না। তাদের ব্যবসা ছিল অন্যান্য দূরের রাজ্যগুলোতে। তাই যোগাযোগের জন্য ব্যবহার হতো সেই সময়ের মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান ভাষা আরামাইক। তবে স্থানীয় অধিবাসীরা মোটামুটি নিশ্চিতভাবেই প্রাচীন আরবি ভাষায় কথা বলতেন। খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে নাবাতিয়ানদের মধ্যে প্রথম আরামাইক লিপির একটা টানা হাতের রূপভেদে আরবি ভাষা লিখতে দেখা গেল, যা আইন আভদাত (Ein Avdat) শিলালিপিতে দেখা যায়। এটিই প্রাচীনতম শিলালিপি, যেটি নিঃসন্দেহে আরবি ভাষার, যার সময় প্রায় ১২৫ খ্রিষ্টাব্দ।যা বর্তমান ইসরাইলের দক্ষিণে নেগেভ মরুভূমির একটি গিরিপথ ‘আইন আভদাত’-এ পাওয়া গেছে। এটি একটি আরামাইক শিলালিপি, তবে এতে আরবি ভাষার তিনটি লাইন রয়েছে।

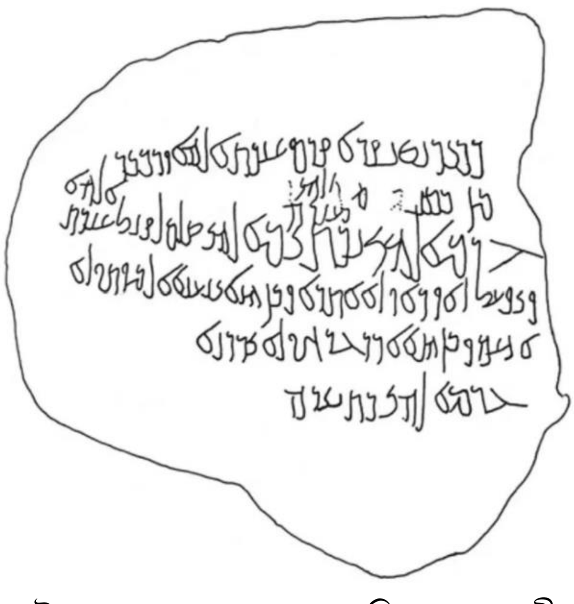

আইন আভদাতে পাওয়া আরবি ভাষার প্রাচীনতম শিলালিপি;

Image source: amp.kaskus.co.id

তাদের বাণিজ্যপথের মাধ্যমে নাবাতিয়ান আরবি ভাষা ও এই রূপান্তরিত আরামাইক লিপি আরব উপদ্বীপের পশ্চিম উপকূলে হিজাজ (বর্তমানে ইসলামের পবিত্র নগরী মক্কা ও মদিনা এই হিজাজ অঞ্চলে অবস্থিত) হয়ে ইয়েমেন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমে নাবাতিয়ান বাণিজ্যের প্রভাবে এবং পরে ইসলামের প্রসারের সাথে সাথে সারা আরব উপদ্বীপেই ধীরে ধীরে আরবি ভাষা ছড়িয়ে পড়ে, এবং আগের প্রাচীন ভাষাগুলোর ব্যবহার কমতে কমতে এককালে হারিয়ে যায়।

প্রকৃতি আরব ভূমিকে দুইভাগে বিভক্ত করেছে। উত্তরে হেজাজ প্রদেশ, দক্ষিণে ইয়ামেন। তারাই ইয়ারুব ইবনে কাহতান এর বংশধর। মদিনার আউস ও খাজরাজ যারা আনসার নামে অভিহিত তারাও কাহতানি আরব। হিজাজী আরবগণ পূর্বকাল থেকেই যাযাবর জাতি। ইয়েমেনের বাসিন্দারা ‘হিমিয়ারী’ নামে পরিচিত। নামে মাত্র হিমিয়ারীগণের অধীনে থাকলেও হেজাজস্থ যাযাবর আরব জাতির স্বাধীনতা চিরকালই অক্ষুন্ন ছিল।

দক্ষিণ আরবের ভাষা খ্রিষ্ট্রীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে আবিসিনিয়গণ কর্তৃক হিমিয়ারী সাম্রাজ্য ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়। কিন্তু এই সময় হতেই উত্তর আরবস্থ হেজাজী ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে। এ হেজাজীয় ভাষাই এযাবৎকাল আরবি-ভাষা নামে অভিহিত হয়ে আসছে। উত্তর আরবে ‘উকাজ’-এর মতো সাহিত্য মেলা, কাবায় বার্ষিক হজ্বযাত্রা ও মক্কার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।

ক্লাসিক্যাল বা ধ্রুপদী আরবি

আরবে ইসলাম আগমনের আগে, উপদ্বীপের চারপাশে আরবি ভাষার অসংখ্য উপভাষা প্রচলিত ছিল। তবে ‘কোইন’ নামে একটি সাধারণ সাহিত্যিক ভাষাও ছিল কবিতার জন্য, যা বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে ব্যবহৃত হতো। সাহিত্যিক ভাষা কোইনে লেখা কবিতার অংশগুলো ক্লাসিক্যাল বা ধ্রুপদী আরবি ভাষার প্রাচীনতম উদাহরণ। ধ্রুপদী আরবি সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হলো ‘মুআল্লকাত’ নামক কবিতা সংকলন। আরব পণ্ডিতদের মতে, ইসলামি যুগের আগে তদানীন্তন প্রাক-ইসলামি কবিদের লেখা সেরা সাতটি দীর্ঘ কবিতা সংগ্রহ করে একে একত্রে সংকলন করা হয়। এই প্রাক-ইসলামি কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ইমরুল-কায়েস, যিনি খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধে জীবিত ছিলেন। পরবর্তী যুগে আরবি ব্যাকরণবিদরা যে ভাষাকে ‘আরাবিয়্যা’ নাম দিয়ে প্রমিত আরবি হিসেবে গ্রহণ করেন, তার প্রথম নিদর্শন এই কবিতাগুলো। কুরআন পাঠে যে আরবি উচ্চারণ ও ব্যাকরণ ব্যবহার হয়, সেটিও এই প্রমিত আরবির উদাহরণ।

তাই বলা যায়, ধ্রুপদী আরবি, যেটি ৬ষ্ঠ শতক থেকে প্রচলিত হয়, সেটাতেই পবিত্র কুরআন লেখা হয়েছে। কুরআন লেখার সময় ধ্রুপদী আরবি ভাষার সাতটি উপভাষা ছিল, যার

সবকটিতেই কুরআন লেখা হয়েছিল। কিন্তু কুরাইশ সংস্করণটি সেই মানদণ্ড হয়ে উঠেছে, যার উপর ভিত্তি করে আজকের কুরআন পঠিত হয়। পার্থক্যগুলো উচ্চারণে; শব্দভান্ডার বা ব্যাকরণে নয়। কুরআনের আরবি প্রাক-ইসলামিক ধ্রুপদী আরবি কবিতার অনুরূপ, তবে সম্পূর্ণভাবে নয়। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের শুরু থেকে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত, ইসলামি সাম্রাজ্যের বিজয় আরবি ভাষাকে নতুন নতুন দূরবর্তী দেশে ছড়িয়ে দেয়। ইসলামি সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির পর আরবি ভাষাকে মানসম্মত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। কারণ, বিপুল সংখ্যক মানুষ এই ভাষা ব্যবহার শুরু করেছিল। যার কারণে একে আরও ব্যবহারিক করা হয়, নতুন শব্দভাণ্ডার তৈরি করা হয়, এবং গদ্যের ব্যাকরণ ও গদ্যশৈলী প্রমিত করা হয়।

সব সেমিটিক ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ব্যাঞ্জনবর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দমূল। সাধারণত তিনটি ব্যাঞ্জনবর্ণ নিয়ে গঠিত হয় একটি মূল শব্দ, যাদের একটি মূল অর্থ থাকে। তারপর স্বরবর্ণ যোগ করে বা উপসর্গ, মধ্যসর্গ আর অন্তঃপ্রত্যয় বসিয়ে এই মূলকে বিভিন্নভাবে পরিবর্তন করে বিভিন্ন কাছাকাছি অর্থের শব্দ তৈরি করা হয়। উদাহরণস্বরূপ আরবি 'সালিম' মূলটি দেখা যাক। এর অর্থ 'নিরাপদ'। মূল শব্দের সাথে স্বরবর্ণ বা উপসর্গ, মধ্যসর্গ আর অন্তঃপ্রত্যয় যোগ করে আমরা পাই: সালামুন (যার অর্থ শান্তি), মুসলিমুন (যার অর্থ মুসলিম)। আবার 'কিতাব' দেখি, যার অর্থ 'বই'। এ থেকে পেলাম কুতুবি (যার অর্থ বই বিক্রেতা), মক্তব (যার অর্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়)। আর এভাবেই আরবি ভাষার বিভিন্ন শব্দভাণ্ডার তৈরি হয়েছে।

নিও-আরবি এবং মধ্য আরবি

যখন লিখিত ভাষা হিসেবে ধ্রুপদী আরবি প্রমিত হচ্ছে, আরব সাম্রাজ্যের শহরগুলোতে আরবি ভাষার স্থানীয় উপভাষাগুলোও আবির্ভূত হয়। এই উপভাষাগুলো সরাসরি ধ্রুপদী আরবি থেকে আসেনি, বরং প্রাক-ইসলামিক আরবি উপভাষা 'কোইন' থেকে এসেছে। লেভান্ট এবং মেসোপটেমিয়ার উপভাষাগুলো আরামাইক দ্বারা, মাগরেবের উপভাষাগুলো বারবার (Berber) দ্বারা, মিশরের উপভাষাগুলো কপ্টিক দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এই নতুন উদীয়মান উপভাষাগুলোর প্রথম শতাব্দীকে নিও বা নব্য-আরবি হিসেবে উল্লেখ করা হয়। যদিও ধ্রুপদী আরবি প্রমিত ছিল, সবাই এটি নিখুঁতভাবে লিখতে পারত না। ক্লাসিক্যাল আরবি এবং নব্য-আরবি বা এর উপভাষা উভয়ের বৈশিষ্ট্য ধারণ করা লেখাকে মিডল বা মধ্য আরবি ভাষা বলা হয়। 'মিডল' কোন সময়কে বোঝায় না, বরং এই আরবি ক্লাসিক্যাল এবং নব্য-আরবির কথোপকথনের মধ্যবর্তী ভাষা । শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নিও আরবি উপভাষাটি (যেটি আধুনিক) আধুনিক আরবিসহ কথোপকথন উপভাষায় বিকশিত হতে থাকে, কিন্তু সাহিত্যিক আরবি তুলনামূলকভাবে স্থির ছিল, কারণ কুরআনের আরবিকে সর্বদাই আদর্শ হিসেবে দেখা হতো। আদর্শ আরবি অনুসরণ করার জন্য এটি সম্ভবত উপভাষার উপর রক্ষণশীল প্রভাব ফেলেছিল।

আরবিভাষার ক্রমবিকাশ

পৃথিবীতে প্রায় ৭০০০-এর অধিক ভাষা বর্তমানে প্রচলিত। বর্তমান সময়ে ইংরেজি ভাষার আধিপত্য দেখা গেলেও সুপ্রাচীনকাল থেকে আরবি ভাষার আধিপত্য ও মর্যাদা আমরা দেখতে পাই। আরবি-ভাষার আধিপত্যের প্রমাণ আমরা জাহেলী যুগের কবিতা বা কাসিদায় পেয়ে থাকি। এ ভাষার বর্ণগুলো সুরাইয়ানি ও নাবাতানি ভাষা থেকে উদ্ভূত। জাহেলী যুগের বিখ্যাত সপ্তগীতিকা আরবি-ভাষার সমৃদ্ধি ও শব্দ ভাণ্ডার সম্পর্কে শক্তিশালী বার্তা বহন করে।

আরবি-ভাষার ক্রমবিকাশকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি :

জাহেলী যুগ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাব বা নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্ব সময়কে 'আল-আসরুল জাহেলিয়াহ অর্থাৎ অজ্ঞতা ও অন্ধকারের যুগ নামে অভিহিত করা হয়। এ সময় পুত্তলিকতা ও অংশীবাদ ধারণায় তারা আচ্ছন্ন ছিল। স্বভাবজাতভাবেই তারা ছিল তীক্ষ্ণ জ্ঞানের অধিকারী। তাদের মধ্যে সাহিত্য চর্চা হতো। সাহিত্য চর্চা নিয়ে মেলা হতো। ওকাজ মেলায় সাহিত্য আসরে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ কবিতাসমূহ কাবাঘরে ঝুলিয়ে দেয়া হতো। শ্রেষ্ঠ কবি ও কবিতার জন্য পুরস্কৃত করা হতো। বংশীয় বা গোত্রীয় লোকজন এতে অহংকার প্রকাশ করত। তথ্য-প্রমাণাদির ভিত্তিতে-এর বর্ণনা পাওয়া যায়। তাদের কবিতায় আরবি-ভাষার সৌন্দর্য বিকশিত হয়েছে। চঞ্চলা হরিণীর ন্যায় আরবি-ভাষা তার গতি প্রকৃতি ছড়িয়েছে। তৎকালীন বিখ্যাত কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন— ইমরুল কায়েস, আনতারা বিন সাদ্দাদ, কা'ব বিন যুহাইর, যুহাইর বিন আবি সালমা, আশা বাউনিয়া, লাবিদ বিন রাবিয়া প্রমূখ ।

ইসলামী যুগ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়্যত প্রাপ্তির পরবর্তী সময়কে ইসলামী যুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়। তাঁর নিকট সমগ্র মানবজাতির জন্য জীবন বিধান 'আল-কুরআন' নাজিল হলে আরবি ভাষার সমৃদ্ধি ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি পায় ও মর্যাদার আসন অলংকৃত করে। আরবি ভাষার শব্দ ভাণ্ডার, ছন্দ, অলংকার সকল শাখায় পূর্ণতা লাভ করে। আরবি ভাষার বিকাশে নতুন যুগের সূচনা ঘটে। যদিও এ সময় আরবি ভাষা লিখতে জানতেন মোট **১১** জন ব্যক্তি। তন্মধ্যে আবু সুফিয়ান-এর পরিবারেরই ছিলেন ৪ জন। উল্লেখ্য, বদর যুদ্ধে কাফেরদের মুক্তির শর্ত ছিল একজন কাফের দশ জন মুসলমানকে লেখা শেখাবেন অর্থাৎ সে সময় আরবি শেখারও প্রচলন ছিল। অনেকের মতে, আরবি ভাষার সর্বপ্রথম লেখক হলেন 'আম্বার'-এর অধিবাসী 'মুররা বিন্ মুররা' এবং 'আসলাম বিন্ হাফরাহ্''। কারো মতে 'হার্ব বিন উমাইয়া বিন্ আবদে শাম্স্ । তিনি 'হিরারত অধিবাসীদের কাছ থেকে শিখেছেন। হিরার অধিবাসীরা 'আম্বার'-এর কাছ থেকে শিখেছেন। এ সময় আরবি লেখনীতে কোন নক্তা বা হরকত ব্যবহৃত হতো না । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়কালে ব্যাপক আকারে

মুসলিমদের মধ্যে আল-কুরআন ও আল-হাদিস চর্চার ফলে আরবি ভাষা উৎকর্ষ অর্জন করে। বিখ্যাত কবি লাবিদ বিন্ রাবিয়া মন্তব্য করেন-

"আমার কাছে যেহেতু আল-কুরআন আছে; সুতরাং আর কোন কবিতা রচনার প্রয়োজন নেই"।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর বৃহৎ মুসলিম সাম্রাজ্যে ব্যাপকভাবে ধর্মীয় চর্চা শুরু হলেও আঞ্চলিকতার কারণে আল-কুরআন পঠনে পদ্ধতিগত সমস্যা তৈরি হয়। হিজরি প্রথম শতাব্দিতে আরবি ভাষা নোক্তা বা নক্তা ছাড়াই লেখা হতো। এ সময় আরব-অনারবদের জীবনধারায় সংমিশ্রণ ও আরবি ভাষার বিধিবদ্ধ নিয়ম না থাকায় বিশুদ্ধভাবে আরবি ভাষা চর্চা এবং কোরআনের অন্তর্নিহিত রহস্য উপলব্ধি করা অনেকের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। মূলত তখন থেকে প্রাতিষ্ঠানিক আরবি চর্চা শুরু হয়। সমাজবিজ্ঞানী আল্লামা ইবনে খালদুন (রহ.) সে সময়ের প্রেক্ষাপটের দিকে ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন, 'ইসলাম আগমনের পর আরবের অনেকে হেজাজ ছেড়ে অনারবদের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করে। ফলে নবাগত আরবদের কথা শুনতে থাকায় প্রকৃত আরবদের শ্রবণশক্তিতে পরিবর্তন ঘটে। অথচ শ্রবণশক্তি ভাষা শেখার অন্যতম একটি উপকরণ। তখন বিজ্ঞজনরা ভাবলেন, এমন অবস্থা দীর্ঘ হতে থাকলে আরবদের শ্রবণশক্তি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাবে। এতে কোরআন ও হাদিস বোঝাও কঠিন হয়ে পড়বে। ফলে তাঁরা নিজেদের যোগ্যতার ওপর নির্ভর করে ভাষা শেখার মূলনীতি প্রণয়ন করেন।বিভিন্ন নিয়ম-নীতির আলোকে ভাষার সব শব্দ ও বাক্যকে অন্তর্ভুক্ত করে নেন।' (আল মুকাদ্দিমা, পৃষ্ঠা ৪২৬)

কথিত আছে, জনৈক অনারব সুরা তাওবার ৩ নম্বর আয়াত পাঠ করেছিলেন। উক্ত আয়াতে রাসূলুহু শব্দের লাম-কে যের দিয়ে পড়লে জনৈক সাহাবী বিষয়টি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর দৃষ্টিগোচরে আনেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ভাষার শুদ্ধতা ও আল-কুরআনকে বিশুদ্ধ রূপে পঠনে সে সময়ের পণ্ডিত আবুল আসওয়াদ আদ্-দুয়ায়েলীকে সমস্যা নিরসনের দায়িত্ব দেন। তিনি বিভিন্ন বর্ণকে আলাদাভাবে বোঝানোর জন্য বিভিন্ন ফোঁটা (নক্তা) এবং যবর, যের, পেশ, সাকিন তাশদীদ বুঝানোর জন্য বিশেষ চিহ্ন (হরকত) ব্যবহার করেন।

উমাইয়া যুগ

এই সময়ে নোকতার ব্যবহার শুধুমাত্র আল-কুরআন পাঠেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে মুসলিম সাম্রাজ্য সুদূর ইউরোপ-আফ্রিকা ছড়িয়ে পড়ে। আর দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে আরবিকে ঘোষণা করলে-এর প্রভাব আরো বৃদ্ধি পায়। দাপ্তরিক ভাষা হওয়ার কারণে আরবি ভাষাকে সর্বজনগ্রাহ্য করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। হিজরি দ্বিতীয় শতকে 'খলিল বিন্ আহ্মদ' অন্য একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করলেন। তিনি ফোঁটা বা নোকতার পরিবর্তে যবর বুঝানোর জন্য বর্ণের উপর বাঁকা ছোট্ট আলিফ, যের বুঝানোর জন্য বর্ণের নিচে ছোট্ট ইয়া দিলেন এবং পেশ বুঝানোর জন্য বর্ণের উপর ছোট্ট ওয়াও দিলেন। তানবিন বুঝানোর জন্য ছোট্ট করে দুইবার টান দিলেন। অতঃপর এই প্রক্রিয়া খলিফা 'আব্দুল মালিক বিন্ মারওয়ান'-এর আমলে পরিপূর্ণতা লাভ করে। আরব সাম্রাজ্যের বিস্তারের ফলে সিরিয়া প্রথম দেশ, যাদের ভাষা হয়ে যায় আরবি। এ

সময় আরবি বর্ণমালা বিন্যাস করেন বিন্ আছিম আল লাইছি, ইয়াহয়া বিন ইয়ামুর আল আদওয়ানি। ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে 'হাজ্জাজ বিন্ ইফসুফ'-এর নির্দেশে হরকত সংযোজিত হলে আরবি লেখনি পূর্ণতা অর্জন করে। সেই পদ্ধতি আজও বিদ্যমান।

আব্বাসী যুগ

জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ ছিল এটি। ব্যাপক আরবি ভাষা চর্চা ছাড়াও গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষার লিখিত অনেক বিখ্যাত ও মূল্যবান পুস্তক আরবিতে অনূদিত হয়। এ সময় পণ্ডিতরা বিশেষ পরিভাষাগুলো আরবি করার প্রয়াস পান। যাতে করে শব্দগুলো উৎপত্তিগতভাবে আরবিতে ব্যবহৃত হতে পারে। এ সময় আরবি ভাষার মর্যাদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।এ যুগের অর্থনীতিও ব্যাপক প্রসার লাভ করে। কালের পরিক্রমায় ধর্মীয়, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ভাষা হিসেবে আরবি জনপ্রিয় হয় এবং তার অবস্থানকে শক্তিশালী করে।এ সময়কালের শুরুতেই আরবি ভাষা শিক্ষা দেয়ার জন্য লেখার কাজ শুরু হয়। ফলে আরবি ভাষা বই-পুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার স্তরে পৌঁছে। আরবি ব্যাকরণ, নাহু, সরফ, ধ্বনি বিজ্ঞান, ভাষা বিজ্ঞান, অলঙ্কারশাস্ত্র, অভিধানগত বইয়ের প্রকাশ ঘটে। এভাবে আরবি ভাষা প্রতিষ্ঠা লাভ করে।।

আধুনিক যুগ

সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনে আরবি ভাষা তেজোদ্দীপ্ত,যা আজ সমগ্র বিশ্বে সমাদৃত। শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখাতেই আরবি ভাষার কদর। ব্যবসায়িক বাজার দখল করার জন্য আরবী ভাষার সমৃদ্ধিও পরোক্ষভাবে অর্জিত হয়। আরব ভূমি ছাড়াও এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় আরবি ভাষার যশ-খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। আরব প্রতিভা জগতকে জ্ঞানালোকে আলোকিত করার নিমিত্তে ব্যস্ত। বিশেষ করে সিরিয়া, লেবানন, লিবিয়া, মিসর প্রভৃতি দেশে আরবি ভাষা ও সাহিত্য চর্চা চরম উৎকর্ষ লাভ করে ।

মিসরীয় কথা সাহিত্যিক 'নাজিব মাহফুজ' আরবি ভাষায় তার 'ত্রয়ী' উপন্যাসের জন্য ১৯৮৯ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন। তার রচনাগুলোও আরবি ভাষাতেই ছিল। আরবি ভাষার বিকাশ ও উত্থান বর্তমানে আরও বেগবান।

আরবি ভাষার বৈশিষ্ট্য:

আরবি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ও গভীর সাহিত্যরস সমৃদ্ধ একটি ভাষা। আরবি ভাষার শব্দসংখ্যা এক কোটি ২৩ লাখেরও বেশি। এছাড়া সেমেটিক ভাষাগোত্রের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ এক অবস্থান নিয়ে আছে আরবী ভাষা। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর সকল ভাষার মাঝে আরবী ভাষার রয়েছে সবচেয়ে উচ্চ ও উন্নত আসন। তাই বলা যায় আরবী ভাষা কালজয়ী ভাষা। কালের প্রবাহ কখনো এর মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। এই ভাষা স্থিতিশীল ও গতিশীল। পৃথিবীর সকল ভাষাতেই বিভিন্ন সময় এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। কিন্তু আরবী ভাষা আল্লাহর বিশেষ ব্যবস্থাপনায় রয়েছে ও অবিকৃত। সাহিত্য ও শৈল্পিক বিচারেও আরবি ভাষা বিশুদ্ধ, ব্যাপক অর্থবোধক, অলংকারসমৃদ্ধ ও সুবিন্যস্ত এক ভাষা। আরবি ভাষা উচ্চারণের দিক দিয়ে অন্য

ভাষার মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য বহন করে। এই ভাষায় অনন্য ও অসাধারণ আরও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যার কারণে এ ভাষা অন্য ভাষাসমূহের চেয়ে উচ্চ আসনে রয়েছে। নিচে এ ভাষার কয়েকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য ও নান্দনিক দিক নিয়ে আলোচনা করা হলো:

ইরাব বা স্বরচিহ্ন: বাক্যে প্রতি শব্দের শেষ হরফের স্বরচিহ্ন হলো ইরাব। এ স্বরচিহ্ন পরিবর্তনশীল। অবস্থাভেদে একটি শব্দের শেষ হরফ পেশ বা জবর বা জের বা সুকুন গ্রহণ করতে পারে, যেমন শব্দটি কর্তা (ফায়িল) হলে পেশ গ্রহণ করে, কর্ম (মাফউল) হলে জবর গ্রহণ করে ইত্যাদি। স্বরচিহ্ন প্রাচীন সভ্যতার একটি নিদর্শন।

শব্দপ্রাচুর্য: শব্দের প্রাচুর্যে আরবি ভাষা অতি সমৃদ্ধ ও সুন্দর। প্রতিটি অর্থ প্রকাশার্থে ভিন্ন শব্দ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ দিনের প্রতিটি অংশের জন্য আলাদা শব্দ আছে। তেমনি চন্দ্র মাসের প্রতিটি রাতের জন্য, মাথার চুলের ও চোখের প্রতিটি অংশের জন্য, দাঁতের জন্য, দেখার, চলার, বসার, শোয়ার প্রতিটি ভঙ্গির জন্য ভিন্ন ভিন্ন শব্দ আছে। এ ভাষায় একটি মাত্র ক্রিয়া দ্বারা অনেক অর্থের প্রকাশ সম্ভব। অন্য ভাষায় এসব অর্থ প্রকাশের জন্য কয়েকটি ক্রিয়ার প্রয়োজন হতে পারে।বাক্য সংযোজন অব্যয়দ্বারা সু-স্পষ্ট নির্দেশ করে।

সমার্থক ও বিপরীতার্থক শব্দের আধিক্য: পৃথিবীতে সর্বাধিক সমার্থক শব্দের সমাহার রয়েছে এ ভাষাতে।এ ভাষায় এত বেশি সমার্থবোধক শব্দাবলি রয়েছে, যা পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষায় দেখা যায় না। সমার্থক শব্দের আধিক্য আরবি ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আরবি ভাষা জীবন্ত থাকার পেছনে এটিও একটি কারণ যে মনের মাধুরী মিশিয়ে একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন অসংখ্য শব্দ ব্যবহার করা যায়। যেমন—আরবি অভিধানের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ‘লিসানুল আরবে’র তথ্য মতে, ‘আসাল’ শব্দের অর্থ মধু। আরবিতে এর সমার্থক শব্দ রয়েছে ৮০টি। ‘সাইফ’ শব্দের অর্থ তরবারি। আরবিতে এর সমার্থক শব্দ রয়েছে ১০টি। প্রখ্যাত আরবি সাহিত্যিক ড. জুরজি জাইদান লিখেছেন, প্রতিটি ভাষার সমার্থক শব্দ আছে। কিন্তু আরব জাতি এ বিষয়ে সব জাতির চেয়ে এগিয়ে গেছে। আরবিতে ‘সানাহ’ শব্দের অর্থ বছর। এর জন্য ২৪টি শব্দ ব্যবহার করা যায়। ‘নূর’ শব্দের অর্থ আলো। এর জন্য ২১টি শব্দ ব্যবহার করা যায়। ‘জলাম’ শব্দের অর্থ অন্ধকার। এর জন্য ৫২টি শব্দ ব্যবহার করা যায়। সূর্যের আরবি হলো ‘শামস’। এর সমগোত্রীয় ২৯টি শব্দ রয়েছে। ‘সাহাব’ শব্দটি আরবি। এর অর্থ মেঘ। আরবিতে মেঘ বোঝাতে ৫০টি শব্দ ব্যবহার করা যায়। বৃষ্টির আরবি ‘মাত্বার’। বৃষ্টি বোঝাতে আরবিতে ৬৪টি শব্দ ব্যবহার করা যায়। পানির জন্য ১৭০টি শব্দ, উটের জন্য ২৫৫টি শব্দ ও সিংহ বোঝাতে ৩৫০টি শব্দ ব্যবহার করা সম্ভব।এমন শত-সহস্র শব্দে আরবি সমৃদ্ধ হয়ে আছে। বিপরীতার্থক শব্দেরও কমতি নেই এই ভাষায়।একটি শব্দের বহু বিপরীত শব্দ রয়েছে।

শব্দের অর্থের আধিক্য: আরবি ভাষায় একটি শব্দের বহু অর্থ হয়, এমন সব শব্দ আরবিতে অধিক হারে পাওয়া যায়। এমন শত শত শব্দ আছে, যাদের তিন, চার অথবা পাঁচট অর্থ আছে।

সর্বমর্মী বচন: স্বল্প বাক্যে ব্যাপক অর্থ প্রকাশের ভাষা আরবি। শব্দ বা উচ্চারণের দিক থেকে অল্প, কিন্তু ব্যাপক অর্থবোধক তাকেই সর্বমর্মী বচন বলা হয়। পবিত্র কোরআন-হাদিস ও আরবি সাহিত্যে সর্বমর্মী বচনের অনেক দৃষ্টান্ত মেলে।

আওয়াজের অনুকরণে শব্দ: পাখির ও জীবজন্তুর নানা আওয়াজের অনুকরণে আরবি ভাষায় বিভিন্ন শব্দ রয়েছে। এছাড়াও বৃষ্টি বর্ষণের রিমঝিম, মেঘ গর্জনের গুরগুর, স্রোতের কলকল ধ্বনি ইত্যাদির জন্য তাদের ভাষায় বহু শব্দ আছে। হমহমা, করকরা, বরবরা, জরজরা ইত্যাদি শব্দ উদাহরণস্বরূপ পেশ করা যায়।

প্রবাদ বাক্য: প্রবাদ বাক্যের জন্য আরবি বিখ্যাত। তাদের অভিজ্ঞতার ফলে এসব প্রবাদ বাক্য সৃষ্টি হয়েছে। এগুলোকে হিকমাতুল আরব অর্থাৎ আরবদের প্রজ্ঞা নামে অভিহিত করা হয়। আরবে ভালো কবিদের অনেক কবিতা প্রবাদ বাক্য হিসেবে মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে যেত এছাড়াও এ ভাষা প্রবচন ও বাগধারায় পরিপূর

এ ভাষার আরও কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন:

- এ ভাষায় বিশেষণের শব্দ পরবর্তীতে বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- আরবি ভাষার শব্দমূল ৩ বর্ণ বিশিষ্ট ।
- শব্দের প্রথম ও মধ্যের অক্ষর-এর বর্ণ পরিবর্তনের মাধ্যমে অর্থের পরিবর্তন সাধিত হয়।
- এ ভাষায় যৌগিক ক্রিয়া নেই। তবে সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ বিদ্যমান।
- আরবি ভাষায় একমাত্র দ্বিবচন আছে, যা অন্য কোন ভাষাতে নেই ।
- এ ভাষায় তিনটি কারকের ব্যবস্থা আছে
- ক্রিয়াপদের পরে সেই ক্রিয়ার ধাতুজাত শব্দ দ্বারা ক্রিয়া বিশেষণের কাজ সম্পাদন করা হয়।
- পৃথিবীর সর্বাধিক শব্দভাণ্ডারের ভাষাও আরবি।
- আরবি ভাষার কোনো শব্দ উচ্চারণ কঠিন হলে প্রয়োজনে কোনো অক্ষর ফেলে দেওয়া যায়। আবার প্রয়োজনে এক অক্ষর অন্য অক্ষরের মধ্যে প্রবেশ করানো যায়।

আরবি ভাষার ধর্মীয় গুরুত্ব ও কোরআন ও সুন্নাহ বোঝার প্রধান মাধ্যম :

ধর্মীয় দিক থেকে আলোচনা করলে আমরা বুঝতে পারি মুসলমানদের পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ্ আল হাদিস ও অন্যান্য ইসলামি সহায়ক গ্রন্থের মূল ভাষা আরবি।আরবি ভাষা কুরআনের ভাষা। কারণ আল্লাহ তায়ালা কোরআনকে নাযিল করেছে আরবী ভাষায়।
আল্লাহ তাআলা আল কুরআনে বর্ণনা করেছেন-

আয়াত——إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ**——.**

অর্থ, ——আমি একে আরবী ভাষায় কোরআন রূপে অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার। সূরা ইউসুফ: 2

আল্লামা রাফেয়ি (রহ.) বলেন, কোরআন আরবি ভাষায় এমন রীতিতে অবতীর্ণ হয়েছে, যা অল্প ও বিস্তর উভয় পরিমাণ সমালোচকদের অক্ষম করে দেয়। কেবল আলোর সঙ্গে কোরআনের তুলনা করা যেতে পারে। কেননা আলো খণ্ডিত হলেও তার প্রকৃতিতে যেমন কোনো পরিবর্তন আসে না, পবিত্র কোরআনও তেমনি।
(তারিখু আদাবিল আরবি : ২/৭৪)

তাই প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মুসলিমের নিকট আরবি একটি পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ ভাষা। আরবি জানা না থাকলে ব্যক্তির পক্ষে ধর্মীয় জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। কেননা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম হলো নামাজ। আরবি ভাষা না জানলে আল-কুরআন ও আল-হাদিস অধ্যয়ন করে সঠিকভাবে বুঝা ও জ্ঞান অর্জন অসম্ভব। বিশুদ্ধ তিলাওয়াত ছাড়া নামাজ শুদ্ধ হয় না।এছাড়াও নামাজে বিভিন্ন দোয়া-দরুদ, তসবিহ-তাহলিল আরবিতেই আদায় করতে হয়। মসজিদে প্রতিদিন পাঁচবার আরবিতে আজান দেওয়া হয়। জুমার নামাজের খুতবা, দুই ঈদের জামাতে খুতবা আরবিতে দেওয়া হয়। এ জন্য ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করতে চাইলে আরবি ভাষা অপরিহার্য। তাই মুসলমানদের জীবনে আরবি ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামী সভ্যতার উজ্জ্বল সোনালি সৌধ আরবি ভাষাতেই নির্মিত হয়েছে। কোরআন ও সুন্নাহ আরবি ভাষায় বর্ণিত হওয়ায় এর গুরুত্ব সর্বকালে প্রায় সমান। আরবি ভাষা ইসলামী জ্ঞানচর্চা ও মুসলিম সমাজ-সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। যে ব্যক্তি জ্ঞান-বিজ্ঞানের মহাসাগরে ডুব দিয়ে মণিমুক্তা সংগ্রহ করতে চায় তাকে আরবি ভাষায় পারদর্শী হতে হবে।

প্রতিটি মুসলমানকেই অন্তত তার ইবাদত পরিশুদ্ধ করতে আরবী ভাষা শিখতে হয়। আর আলেম, ফকীহ ও মুহাদ্দিস হতে হলে জানতে হয় আরো ভালোভাবে। দক্ষতা অর্জন করতে হয় ব্যাকরনে, সাহিত্যে।

কোরআন ও সুন্নাহ বোঝার মূলমন্ত্র হিসেবে আরবি ভাষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব উপলব্ধিতে ও সুগভীর রহস্য উন্মোচনে আরবি অদ্বিতীয় মাধ্যম। এ জন্য যুগে যুগে আলেমরা আরবি শেখার প্রতি উৎসাহ দিয়ে এসেছেন। দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রা.) বলেন, **'তোমরা আরবি ভাষা শেখো। তা তোমাদের দ্বীনের অংশ।'** (মাসবুকুজ জাহাব ফি ফাজলিল আরব ওয়া শারফুল ইলমি আলা শারফিন নাসবি : ১/৯)

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন, 'আল্লাহ তাআলা আরবি ভাষায় কোরআন অবতরণ করেছেন। আর প্রিয় নবী (সা.)-কে আরবি ভাষায় কোরআন ও সুন্নাহ প্রচারের নির্দেশ দিয়েছেন। দ্বীনের প্রথম অনুসারীরা ছিল আরবিভাষী। তাই দ্বীনের গভীর জ্ঞানার্জনের জন্য এই ভাষা আয়ত্তের কোনো বিকল্প নেই। অতএব, আরবি চর্চা করা দ্বীনেরই অংশ ও দ্বীনের প্রতি শ্রদ্ধার প্রতীক।' (মাজমুউল ফাতাওয়া, ৮/৩৪৩)

আরবি ভাষা সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ি (রহ.) বলেন, 'আমাকে ফিকহের কোনো মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে আমি নাহুর নিয়ম দিয়ে এর উত্তর দিতাম।' (শাজারাতুজ জাহাব, ইবনে ইমাদ আল হানবালি, ২৩১)

শাফেয়ি (রহ.) আরো বলেন, 'আরবি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জনের পেছনে আমার প্রধান লক্ষ্য ছিল ফিকাহ চর্চায় বিশেষ মনোযোগী হওয়া।' (সিয়ারু আলামিন নুবালা, জাহাবি, ১৭৫) তিনি আরো বলেন, 'নাহু বা আরবি ব্যাকরণে গভীর পাণ্ডিত্য লাভ করলে তার জন্য সব ইলম অর্জন সহজ হয়ে যাবে।

আল কুরআনের আলোকে আরবী ভাষার গুরুত্ব :

আল কুরআনের আলোকে আরবী ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
১. আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ [يوسف: ٢]

নিশ্চয়ই আমি আরবী ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার।

(সুরা ইউসুফ : ২)

২. আল্লাহ তাআলা বলেন:

[113 :وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا [طه

এমনিভাবে আমি আরবী ভাষায় কোরআন নাযিল করেছি এবং এতে নানাভাবে সতর্কবাণী ব্যক্ত করেছি, যাতে তারা আল্লাহভীরু হয় অথবা তাদের অন্তরে চিন্তার খোরাক যোগায়।
(সুরা তহা : ১১৩)
৩. আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ - قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ [الزمر: 27، 28

আমি এ কোরআনে মানুষের জন্যে সব দৃষ্টান্তই বর্ণনা করেছি, যাতে তারা অনুধাবন করে; আরবী ভাষায় এ কোরআন বক্রতামুক্ত, যাতে তারা সাবধান হয়ে চলে।
(সুরা যুমার : ২৭ ও ২৮)

৪. আল্লাহ তাআলা বলেন :

[١ - ٣ :حم» تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [فصلت}

হা-মীম। (১) এটা অবতীর্ণ পরম করুণাময়, দয়ালুর পক্ষ থেকে। (২) এটা কিতাব, এর আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত আরবী কোরআনরূপে জ্ঞানী লোকদের জন্য।
(সুরা ফুসসিলাত : ১-৩)

৫. আল্লাহ তাআলা বলেন :

حم» 1 وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ 2 إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 3 وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ } حَكِيمٌ [الزخرف: ١ - ٤].

হা-মীম। (1) শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের, (2) আমি একে করেছি কোরআন, আরবী ভাষায়, যাতে তোমরা বুঝ। (3) নিশ্চয় এ কোরআন আমার কাছে সমুন্নত অটল রয়েছে লওহে মাহফুযে।

(সুরা যুখরুফ : ১-৪)

৬. আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ [الشورى: ٧].

এমনি ভাবে আমি আপনার প্রতি আরবী ভাষায় কোরআন নাযিল করেছি, যাতে আপনি মক্কা ও তার আশ-পাশের লোকদের সতর্ক করেন এবং সতর্ক করেন সমাবেশের দিন সম্পর্কে, যাতে কোন সন্দেহ নেই। একদল জান্নাতে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে।
(সুরা শুরা : ৭)

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে বোঝা যায় আল কুরআনের জন্য মহান আল্লাহ তাআলা কর্তৃক আরবী ভাষাকে নির্বাচন করার ফলে আরবী ভাষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতীয়মান হয়।

আল হাদীসের আলোকে আরবী ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব:

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন হাদীসে আরবী ভাষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। নিম্নে আরবী ভাষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উল্লেখযোগ্য কিছু হাদীস উপস্থাপন করা হলো-

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস [রাদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত, রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] বলেছেন :

أحبُّوا العربَ لثلاثٍ، لأني عربيٌّ، والقرآنُ عربيٌّ، وكلامُ أهلِ الجنةِ عربي

তোমরা আরবী ভাষাকে তিন কারণে ভালোবাস; [এক] নিশ্চয়ই আমি আরবীভাষী [দুই] কুরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ [তিন] জান্নাতবাসীর ভাষা হবে আরবী। (মুজামুল কাবীর লিত তাবরানী)

উপরোক্ত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরবী ভাষা শিখতে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং এ ব্যাপারে উম্মাহকে আদেশ করেছেন।

২. হযরত আলী [রাদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

ٍإنَّ أول من فُتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل، وَهُوَ ابنُ أربعَ عشرةَ سنة

হযরত ইসমাঈল [আলাইহিস সালাম] সর্বপ্রথম সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় কথা বলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল চৌদ্দ বছর।

৩. অপর একটি হাদীসে হযরত হাজেরা ও ইসমাঈল [আলাইহিস সালাম] এর ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] বলেন:

فألْفَى ذلكَ أُمَّ إسْمَاعِيلَ وهي تُحِبُّ الإنْسَ فَنَزَلُوا وأَرْسَلُوا إلى أَهْلِيهِمْ فَنَزَلُوا معهُمْ، حتَّى إذَا كانَ بهَا أَهْلُ أَبْيَاتٍ منهمْ، وشَبَّ الغُلَامُ وتَعَلَّمَ العَرَبِيَّةَ منهمْ، وأَنْفَسَهُمْ وأَعْجَبَهُمْ حِينَ شَبَّ.

...হযরত ইসমাঈল ও হাজেরা [আলাইহিস সালাম] এর প্রতিবেশী হলেন কিছু আরবীভাষী। হযরত ইসমাঈল [আলাইহিস সালাম] কৈশোরে তাদের থেকে আরবী ভাষা শিখলেন এবং আরবী ভাষায় চমৎকার বুৎপত্তি অর্জন করেন।
প্রিয়নবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] এর আলোচিত হাদীসসমূহ থেকে আরবী ভাষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

মুসলিম মনীষীদের উক্তির আলোকে আরবী ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা:

যুগে যুগে মুসলিম মনীষীগণ আরবী ভাষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। নিম্নে আরবী ভাষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মুসলিম মনীষীদের উল্লেখযোগ্য কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা হলো-
১. হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব [রাদিয়াল্লাহু আনহু] বলেন :

ِتَعَلَّمُوا الْعَرَبِيَّةَ فَإِنَّهَا تُثَبِّتُ الْعَقْلَ، وَتَزِيدُ فِي الْمُرُوءَة»
(شعب الإيمان، أبو بكر البيهقي، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض، 1423هـ - 2003م،
ح):1555)

তোমরা আরবী ভাষা শিক্ষা কর, নিশ্চয়ই তা মস্তিষ্ককে দৃঢ় করে এবং ব্যক্তিত্ব বৃদ্ধি করে। (শুআবুল ঈমান)

২. হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব [রাদিয়াল্লাহু আনহু] হযরত আবু মুসা আসআরী [রাদিয়াল্লাহু আনহু] কে চিঠি লিখেন-

ٌأَمَّا بَعْدُ فَتَفَقَّهُوا فِي السُّنَّةِ، وَتَفَقَّهُوا فِـي الْعَرَبِيَّةِ، وَأَعْرِبُـوا الْقُـرْآنَ فَإِنَّهُ عَرَبِي»
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر بن أبي شيبة، مكتبة الرشد، الرياض، 1409هـ،)
ح): 29914)

...অত:পর তোমরা সুন্নাহ ও আরবী ভাষায় বুৎপত্তি অর্জন কর এবং আরবী ভাষায় কুরআন পাঠ কর। কেননা কুরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে।
(আল কিতাবুল মুসান্নাফ)

৩. আল্লামা ইবনে তাইমিয়া [রহিমাহুল্লাহ] বলেন :

معلومٌ أنّ تعلمَ العربية وتعليمَ العربية فرضٌ على الكفاية، وكان السلف يؤدّبون أولادهم على اللحن

জেনে রাখা ভালো যে, আরবী ভাষা শেখা ও শিখানো ফরজে কিফায়া। সালাফগণ তাদের সন্তানকে আরবী ভাষা শিখাতেন।

মুসলিম মনীষীগণের উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ থেকে আরবী ভাষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

অমুসলিম মনীষীদের উক্তির আলোকে আরবী ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা:

যুগে যুগে অমুসলিম মনীষীগণ আরবী ভাষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। নিম্নে আরবী ভাষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অমুসলিম মনীষীদের উল্লেখযোগ্য কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা হলো-

১. জার্মান প্রাচ্যবিদ নোল্ডাক বলেন :
নিশ্চয় আরবি ভাষা বিশ্বসার্বজনীনতা অর্জন করেছে কুরআন ও ইসলামের কারণে। আরবী ভাষাবিদগণ অত্যন্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে আমাদের সামনে ক্লাসিক আরবির ভিত্তি স্থাপন করেছেন। তারা আরবি শব্দভান্ডারের জন্যও বিরাট অবদান রেখেছেন। ফলশ্রুতিতে যে কোন ব্যক্তিই আরবি ভাষার শব্দভান্ডার দেখে বিস্ময়ে অভিভুত হবে।

২. ফরাসী প্রাচ্যবিদ রিনান বলেন :

এটি একটি বিস্ময় যে, মরুভূমির মাঝে বিকশিত হওয়া একটি জাতির ভাষা তার শব্দভান্ডার, সূক্ষ অর্থ, সুশৃংখল নিয়ামাবলী ও সুন্দর গঠনপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভাষাজগতের সমগোত্রিয় বহু ভাষার উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। বস্তুত আরবি ভাষার সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারে এমন কোন পৃথিবীতে নেই।

৩. জার্মান প্রাচ্যবিদ জেফর হোংক বলেন :
মানুষের পক্ষে এই ভাষার [আরবির] সৌন্দর্য পরিমাপ করা সম্ভব নয়। আরবি ভাষা তার সৌন্দর্য গুণে প্রতিবেশি অনেক ভাষার স্থান দখল করেছে। যেমন : কিবতি ভাষা, আরামিয়া ভাষা যা ছিল খৃষ্টানদের তা মুহাম্মাদের ভাষার প্রভাবে আজ বিলুপ্তপ্রায়।

৪. প্রাচ্যবিদ ব্রোকলমান বলেন :
আরবি ভাষা কুরআনের ভাষা হওয়ার কারণ বিশ্বসভায় এমন এক অবস্থান অর্জন করেছে যা পৃথিবীর অন্য কোন ভাষার পক্ষে অসম্ভব। বিশ্বের সকল মুসলিম মনে করে যে, আরবি ভাষার ব্যবহার ব্যতিত তাদের সালাত বিশুদ্ধ হয় না। আরবি ভাষার সার্বজনীন এ অবস্থানের পেছনে মুসলিমদের ধর্মীয় রীতিনীতিরও বড় ভূমিকা রয়েছে।

প্রাচ্যবিদ হলেন সেসকল অমুসলিম পণ্ডিত; যারা ইসলামকে বুঝার জন্য কিংবা ইসলামের ভুল খুঁজে বের করার জন্য আরবি ভাষায় বুৎপত্তি অর্জন করে ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। কয়েকজন উল্লেখযোগ্য প্রাচ্যবিদের উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে আরবি ভাষার গুরুত্ব প্রমাণিত হয়।

আন্তর্জাতিক আরবি ভাষা দিবসের প্রেক্ষাপট:

প্রথম বিশ্ব আরবি ভাষা দিবস উদযাপন:

সম্মান ও উচ্চাবস্থান থাকা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিকভাবে আরবি ভাষা ছিল অনেকটা অবহেলার স্বীকার। আন্তর্জাতিক সভা সেমিনার ও অধিবেশনগুলোতে অন্যান্য ভাষা ব্যবহার হলেও আরবীর কোনো স্থান ছিল না। তবে ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৭৩ সালে জাতিসংঘের সাধারণ সভার ২৮ তম অধিবেশনে আরবী ভাষাকে এর দাপ্তরিক ভাষার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। ২০১২ সালে জাতিসংঘের সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান বিষয়ক অন্যতম সংস্থা (ইউনেসকো) সেই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে ১৮ ই ডিসেম্বরকে আন্তর্জাতিক আরবী ভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।

পিছন ফিরে দেখা ইতিহাস:

বর্তমানে বিশ্বের ২৮টি দেশে আরবি দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃত। আর পৃথিবীতে এই ভাষাভাষী লোকের সঙ্গে প্রায় ২৮ কোটির ওপরে। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার দীর্ঘকাল পর্যন্ত আরবরা নিজ মাতৃভাষা ব্যবহার করে সেখানে কথা বলার সুযোগ পেত না। কারণ জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর থেকে এর দাপ্তরিক ভাষা ছিল পাঁচটি। ইংরেজি, ফ্রান্স, চীন, রুশ ও স্প্যানিশ। আর বিশ্বের বিভিন্ন দিক থেকে বিশেষ ভূমিকা ও আরবী ভাষা ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেশী হওয়া সত্ত্বেও আরব নেতাদের আরবী ভাষা ব্যবহারের কোনো সুযোগ ছিল না। ভিনদেশী ভাষাতেই তাদের বক্তব্য প্রদান ও শ্রবণ করতে হতো। দাপ্তরিক কাগজপত্র আরবী থেকে অনুবাদ করে তা দাপ্তরিক ভাষায় উপস্থাপন করতে হতো। এ অবস্থা আরবদের জন্য ও বিশেষভাবে আরবী ভাষার জন্য ছিল লজ্জাজনক। তাই শুরু থেকেই আরব নেতারা এদিকে সজাগ ছিলেন। সর্বপ্রথম সাউদিআরব ও মরক্কো সরকার এবিষয়ে কথা বলেন। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৫৪ সালে ৪র্থ ডিসেম্বর তাদের নবম অধিবেশনে ৮৭৮ নং প্রস্তাবে আরবী ভাষায় লিখিত অনুবাদ প্রকাশের বৈধতা প্রদান করে। এবং বছরে চার হাজার পৃষ্ঠা অনুবাদের একটি সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। সাথে সাথে এ শর্ত জুড়ে দেয়া হয় যে, অনুবাদের ব্যয়কৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট দেশকে বহন করতে হবে এবং নথি ও কাগজপত্র আরব এলাকার রাজনৈতিক ও আইন বিষয়ক হতে হবে।

১৯৬০ সালে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা "ইউনেসকো" আরব দেশগুলোতে আরবী ভাষায় সভা সেমিনার ও জাতীয় সম্মেলন পরিচালনা এবং তাদের নিজস্ব নথিপত্র ও প্রচারপত্র আরবীতে প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

১৯৬৬ সালে একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সাধারণ পরিষদের সভা চলাকালে সব বক্তব্যই আরবিতে অনুবাদ করা হবে এবং আরবি বক্তব্যও অন্য ভাষায় অনূদিত হবে।পর্যায়ক্রমে এর ঠিক দুই বছর পর ১৯৬৮ সালে অনুবাদের সাথে সাথে আরবী ভাষাকে ইউনেসকোর সাধারণ সভা ও কর্ম পরিষদের কার্যকরি ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব ফ্রান্সের দার্শনিক রিনাহ মাহের আন্তরিকতার কারণে তা সম্পন্ন হয়। এই ধারাবাহিকতার সাথে সাথে আরব বিশ্বের কূটনৈতিক চাপ ও চেষ্টা অব্যাহত থাকে। এতে সাউদি ও মরক্কো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। শেষ পর্যন্ত তারা ১৯৭৩ সালে আরবী ভাষাকে জাতিসংঘের সাধারণ সভার মৌখিক ভাষা হিসেবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাতে সমর্থ হয়। পরবর্তীতে আরব লীগে তাদের ষাটতম অধিবেশনে এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, আরবীকে জাতিসংঘসহ তার অন্যান্য সংস্থাগুলোর দাপ্তরিক ভাষা করতে হবে। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৭৩ সালে জাতিসংঘের ২৮ তম অধিবেশনে ৩১৯০ নং সিদ্ধান্তে আরবী ভাষাকে জাতিসংঘ ও তার সংশ্লিষ্ট সংস্থার দাপ্তরিক ভাষার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। এ ক্ষেত্রে সেনেগালের প্রেসিডেন্ট আমাদো মুখতারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়।

২০১২ সালের অক্টোবরে ইউনেসকোর নির্বাহী পরিষদের বৈঠকের ১৯০ তম অধিবেশনে ১৮ই ডিসেম্বরকে আন্তর্জাতিক আরবী ভাষা দিবস ঘোষণা করা হয় এবং এর পর থেকে সেই দিনটি

‘আন্তর্জাতিক আরবী ভাষা দিবস’ হিসেবে পালিত হচ্ছে। আরবী ভাষা বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে সাউদিসহ অন্য আরব দেশগুলো বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে।

বাংলাদেশে আরবি ভাষার আগমন:

বাংলাদেশে আরবি ভাষার আগমন ঘটে সুদূর অতীতে বাণিজ্যের সূত্রে।ভারতীয় উপমহাদেশে আরবি ভাষার প্রবেশ প্রথমে আরব বণিকদের মাধ্যমে। আরব বণিকরা বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের উপকূলীয় অঞ্চলে তাদের বাণিজ্য করতেন। এই বাণিজ্যের ফলে আমাদের চট্টগ্রাম, সন্দ্বীপ, নোয়াখালীতে ও উপকূলীয় এলাকায় তাদের ভাষার আগমন। পরবর্তীতে ইসলামের অব্যাহত বিজয়ধারার কল্যাণে, দ্বীনের খাতিরে ও ব্যবসার তাগিদে আরবের আউলিয়ায়ে কেরাম ও বণিক শ্রেণি বাংলাদেশে আসেন। এ দেশের মানুষের সঙ্গে মেশেন। ইসলামের দাওয়াত দেন এবং শরিয়ত শেখান। আর বণিক শ্রেণি হাটবাজারে ব্যবসায়ী কাজে মনোযোগী হন। তবে ইসলামের দাওয়াত হোক কিংবা হাট-বাজারের ব্যবসা তাদের সবই ছিল আরবি ভাষায়। এভাবেই আরবের বণিকেরা এবং ধর্মপ্রচারকেরা এদেশে আসার ফলে এদেশের মানুষের সাথে আরবি ভাষার পরিচয় হয়। এভাবে সময়ের সাথে সাথে বা তৎকালীন বাংলাদেশের মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে এবং তাদের মধ্যে আরবি ভাষায় শেখার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ব্যবসা ও ইসলামের কল্যাণে আরবদের সঙ্গে এ দেশের মানুষের যোগাযোগ দৃঢ়তর হয়। অল্পদিনেই দ্বীনের ব্যাপক প্রসার ঘটে। কালের আবর্তে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে এ দেশের শহরে-বন্দরে। যার অনিবার্য ফলে ছড়িয়ে পড়ে আরবি ভাষাও।এদেশের মানুষ আরবি ভাষা শিখতে শুরু করে। প্রথমে আল-কুরআন তেলাওয়াত, নামাজ, রোজা সঠিকভাবে পালনের জন্য আরবি শেখা শুরু হয়। ধীরে ধীরে সুফি- সাধকগন এই ভারতীয় উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশে বসতি স্থাপন, খানকাহ-মসজিদ নির্মাণ করে মক্তবের মাধ্যমে আরবি ভাষার পাঠদান করতে থাকেন। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত হতে থাকে কোরআন-হাদিসের শব্দ। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় আরবি শব্দ-বাক্যের ব্যবহার। আরব্য বণিক শ্রেণি ও ধর্ম প্রচারকগণ উপকূলীয় অঞ্চল হয়ে এদেশে প্রবেশ করার কারণে বৃহত্তম চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর অধিবাসীরা আরবি শব্দ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করে থাকেন। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা দ্রুত কথা বলেন এবং শব্দের শেষ বর্ণ শেষ না করেই বাক্য সমাপ্ত করেন, যা আরবি ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশের সকল জেলায় মক্তব, পরবর্তীতে মাদরাসা শিক্ষার প্রচলন এর ফলে আরবির ব্যাপক চর্চা বর্তমানেও বিদ্যমান । এভাবে সমগ্র বাংলাদেশে ইসলামের ব্যাপক প্রসারের ফলে আরবি ভাষা চর্চা ও ব্যাপ্তি লাভ করে।

গবেষকদের মতে, বাংলা ভাষায় শব্দসংখ্যা সোয়া লাখের মতো; যার দশ হাজার শব্দই আরবি ও ফারসি। কোনো কোনো গবেষক মনে করেন বাংলা ভাষার ৩০ শতাংশ শব্দ আরবি। বাংলা একাডেমির ২০১৫ সালের সর্বশেষ পরিসংখ্যান বলছে ‘এ পর্যন্ত বাংলায় চার হাজার আরবি শব্দের প্রবেশ ঘটেছে। এ ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে এবং এর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।’

কিন্তু আরব বণিকগণ এবং ধর্মপ্রচারকদের মাধ্যমে এ দেশে আরবি ভাষার প্রচলন শুরু হলেও শুধুমাত্র ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যেই এ ভাষার চর্চা সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। আধুনিক যুগে আরবি ভাষার চর্চা ব্যাপক হারে এদেশে নেই বললেই চলে।

আরবি ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা:

পৃথিবীতে বিদ্যমান ভাষাগুলোর মধ্যে আরবি ভাষার প্রয়োজনীয়তা সর্বাগ্রে। আরবি ভাষা পৃথিবীর বিরাট অংশকে দখল করে আছে। আরবি ভাষা আন্তর্জাতিক ভাষা। ভৌগলিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে এর অনেক গুরুত্ব রয়েছে। কৌশলগত দিক থেকে আরবি ভাষা শিক্ষা করা প্রয়োজন। আরবি ভাষা জানা ও আরবি ভাষার দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে কিভাবে সার্বিক উন্নতি সম্ভব, তা আমরা বর্তমান বিশ্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে বুঝতে পারি । নিচে আরবি ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরা হলো:

জ্ঞানার্জনের ভাষা:

আল-কুরআন শুধু ধর্মীয় গ্রন্থ নয়। এটি মুসলিমদের জন্য ধর্মগ্রন্থ, অন্যদিকে সমগ্র মানবজাতির জন্য জীবন বিধান। জ্ঞানের এমন কোন শাখা নেই যা আল-কুরআনে নেই। তাছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর হাদিসসমূহও আরবি ভাষায়। আল-কুরআন ও আল-হাদিস বিষয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞানের পাশাপাশি মুসলিম মনীষীগণ যে সকল মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন তার অধিকাংশই আরবি ভাষায় রচিত। এ ভাষা সকল ভাষার জননী। আরবি ভাষা জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও ঐতিহ্যের বিরাট এক অংশ বহন করে আছে। ইতিহাস ও সভ্যতার দিক থেকে এটা প্রমাণিত যে, আরবি ভাষার মাধ্যমেই ইউনানি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রচার-প্রসার হয়েছে জগতজুড়ে। বর্তমানে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন ছাড়াও বিজ্ঞান, কলা, গণিত, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিজ্ঞান শেখার জন্য আরবি ভাষা গুরুত্বপূর্ণ। আল-কুরআন নিয়েন গবেষণার ফলেই আজকের আধুনিক বিশ্ব, উড়োজাহাজ, সামুদ্রিক জাহাজ, কম্পিউটার, চিকিৎসা বিজ্ঞানের সফলতা পেয়েছে। এগুলো আল-কুরআন ও ইসলামী জ্ঞানের বিশ্লেষণমূলক চিন্তা-চেতনার ফসল। তাই আরবি ভাষা সঠিকভাবে না জানলে ধর্মীয় বিষয়সহ অন্যান্য বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়

ইমাম বায়হাকী সূত্রে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উক্তি—

'আরবি শেখো, কেননা এটি হৃদয়কে দৃঢ়তা দান করে এবং সাহস বৃদ্ধি করে।'

আরবি ভাষা গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে অন্য সব ভাষার তুলনায় শ্রেষ্ঠ। শব্দ, বাক্যগঠন প্রক্রিয়া অথবা উদ্দিষ্ট অর্থের ওপর পরিপূর্ণ ও সুন্দরভাবে মনের ভাব ব্যক্ত করার সক্ষমতা সব দিক থেকেই আরবি ভাষা শ্রেষ্ঠ। এসব দিক লক্ষ্য করে বর্তমানে আরবি ভাষা শুধু মুসলমানরাই শিখছে এমন নয়, বরং ইহুদি-খ্রিস্টানরাও ব্যাপকভাবে শিখছে ও দক্ষতা অর্জন করছে।

ব্যবসা বাণিজ্যের ভাষা:

একটা সময়ে অবহেলিত মরুভূমি আজ সমগ্র বিশ্বের চমক। তেল উৎপাদনের সাথে সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে বিপ্লব ও উৎকর্ষ সাধিত হয়, তারই পরিক্রমায় আজ পুরো আরব দুনিয়ার ব্যবসায়িক প্রাণকেন্দ্র। লক্ষ লক্ষ মানুষ মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশসমূহে কাজ করছে। এমনকি ভারতের ১৫ লক্ষ হিন্দু শিক্ষার্থী মাদরাসায় অধ্যয়ন করছে আরবী ভাষা, জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের জন্য। তারা জানে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম ভাষা। তাই আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করে তারা আরব দেশসমূহে ভালো বেতনে চাকরির সুযোগ পায়। আরব দেশসমূহের আইসিটি বিভাগের নিয়ন্ত্রণ করে ভারতীয়রা। আরব দেশসমূহের মেডিকেল-ইঞ্জিনিয়ারিংসহ বেশিরভাগ শিল্প-কারখানার নিয়ন্ত্রণ প্রতিবেশী বিভিন্ন দেশের হাতে। দক্ষ জনশক্তি রপ্তানিতে তাদের পদক্ষেপসমূহের মধ্যে কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়ের হিসেবে প্রাধান্য দেওয়া কাজের দক্ষতার পাশাপাশি ভাষায় দক্ষতার কারণে তাদের উত্থান।

অন্যদিকে পুঁজিবাদী অর্থনীতির এ যুগে ব্যবসায়ীদের ভূ-স্বর্গ মধ্যপ্রাচ্য। তাই সবার কাছেই আরবি ভাষার কদর ও সম্মান বৃদ্ধি পাচ্ছে। আরবি ভাষাও দিন দিন তার ব্যাপ্তি আরো দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করছে। ট্রেড ল্যাংগুয়েজ' হিসেবে এ ভাষা অনারব দেশেরও প্রায় প্রতিটি পণ্যের মোড়কে শোভা পায়। পৃথিবীর প্রায় সকল বিখ্যাত পণ্যের প্যাকেট সহ নানা বিজ্ঞাপনে আজ তারা আরবি ভাষাকে ব্যবহার করছে। পণ্যের গুণগত মান ও বিজ্ঞাপন সম্বলিত আরবি লিখনি আমাদের দেশের দু'টাকার বিস্কুটের প্যাকেটেও লক্ষ্য করা যায়। এতেই অতি সহজে আমাদের কাছে আরবি ভাষার মর্যাদা, গুরুত্ব এবং এ ভাষা চর্চার প্রয়োজনীয়তা অনুমিত হয়। আমাদের বাংলাদেশের যে সকল শ্রমিক ভালো আরবি জানেন, তারা আরব বিশ্বে ভালো চাকরি করতে পারেন। আবার আরবি না জানার কারণে অনেকে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ভালো কাজে যোগদান করতে পারছেন না ।

অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় আরবি ভাষার ভূমিকা:

পৃথিবীতে মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় দেড় শ কোটি, যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ছয় ভাগের এক ভাগ। এদের বেশির ভাগের ভাষা আরবি। আরব দেশগুলো বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ ও খনিজ সম্পদের দেশ। এর মধ্যে অনেক দেশ পারস্য উপসাগর তীরে অবস্থিত এবং প্রচুর অশোধিত পেট্রোলিয়াম জ্বালানি তেল সম্পদে ভরপুর। মধ্যপ্রাচ্যের অর্থনীতি মূলত নির্ভর করে জ্বালানি তেল ও পর্যটনশিল্পে। প্রচুর পরিমাণে এই দেশগুলো তেল বিক্রি করে। তেলের আন্তর্জাতিক বাজার পুরোটাই মধ্যপ্রাচ্যের দখলে। তবে করোনাকালীন তেলের বাজারে মন্দা দেখা দেওয়ায় দেশগুলো অন্য অর্থনীতির ওপর জোর দিয়েছে। অনেক মরু অঞ্চলে কৃষি খামার গড়ে তুলছে। আরবি ভাষাভাষী দেশগুলোতে বেশির ভাগ শ্রমিক বাইরের দেশের। এই দেশগুলোতে এত পরিমাণ বিদেশি শ্রমিক কাজ করে স্থানীয় জনসংখ্যার তুলনায় প্রবাসী কর্মীর সংখ্যা বেশি। এক পরিসংখ্যানে এ তথ্য উঠে এসেছে। গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিল শীর্ষক জোটভুক্ত ছয়টি দেশে প্রবাসী হার ও স্থানীয় জনসংখ্যা বিন্যাস; সংযুক্ত আরব আমিরাত

(৮৮.৫% প্রবাসী), কাতার (৮৫.৭%), কুয়েত (প্রায় ৬৯.২%) বাহারাইন (৫২%), ওমান (৪৪%) এবং সৌদি আরব (৩২.৭ শতাংশ)। আর এই ছয় দেশের সরকারি ভাষা আরবি। বিশ্বে শক্তিশালী অর্থনীতির দেশ হিসেবে এগুলো পরিচিত। উক্ত দেশগুলোতে কর্মসংস্থানের সন্ধান, ব্যাবসায়িক যোগাযোগ ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে আরবি ভাষা শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আরব ব্যবসায়ীরা তাঁদের ব্যাবসায়িক কার্যক্রমসহ সব ক্ষেত্রে আরবি ভাষাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। এটি তাঁদের বাণিজ্যিক ভাষা। সুতরাং যাঁরা আরব দেশগুলোতে নিজেদের শ্রম বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করেন তাঁদের জন্য আরবি ভাষা শেখা খুবই জরুরি।

সাংস্কৃতিক জীবনে আরবির গুরুত্ব

আরবি ভাষা মুসলমানদের জীবনের সফলতার জন্য যে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজন। যে জাতি যে ভাষাকে কেন্দ্র করে জীবন পরিচালিত করে, সেই জাতির ওই ভাষার মধ্যে তাদের সংস্কৃতি ও কৃষ্টি-কালচার প্রষ্ফুটিত হয়। একটি জাতির সংস্কৃতি বহন করে সেই জাতির ভাষা। সেভাষা যত মানুষের দৌড় গোড়ায় পৌঁছবে, সাথে সে জাতির সংস্কৃতিও তার কাছে পৌঁছে যাবে। ইসলামের ভাষা আরবি। এ আরবি ভাষায় ইসলামের সংস্কৃতি বহন করছে। ইসলামী সংস্কৃতি বুঝতে হলে আরবি ভাষাকে বুঝতে হবে। মুমিন মুসলমানের সাংস্কৃতিক জীবনের ভিত্তি হলো ইসলামী সংস্কৃতি, যা আরবি ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। মুসলিম জাতি গঠন ও ঈমানি শক্তি বৃদ্ধির জন্য আরবি ভাষা শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব অনেক । দৈনন্দিন জীবনে আরবি ভাষার ব্যাবহারিক ক্ষেত্রকে আরো সহজতর পন্থায় মানুষের সামনে উপস্থাপন করতে হবে। আরবি লেখা, বলা ও বোঝার ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হবে। আরবি ভাষা কোরআন-হাদিসের ভাষা। এই ভাষা ইসলামের ভাষা এবং ইসলামের অংশ।ধর্মীয় জ্ঞানে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে ও পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে হলে একমাত্র আরবি ভাষা জানার মাধ্যমেই সম্ভব। রাসুল (সা.) এ ভাষায় কথা বলেছেন। আরবি ভাষার প্রচার-প্রসার দ্বীন ইসলামের প্রচার প্রসার। ওমর (রা.) বলেন, ‘তোমরা আরবি শিক্ষা কর। কেননা, আরবি তোমাদের দ্বীনের অংশ।’ তিনি আরও বলেছেন, ‘তোমরা আরবি ভাষা শিক্ষা কর, তা জ্ঞান বৃদ্ধি করে।’

কোরআন সুন্নাহ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ও বাস্তব জীবনে প্রয়োগে অবশ্যই আমাদের আরবি ভাষা জানা প্রয়োজন। আমাদের ইবাদত-বন্দেগী, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এমন যে কোনো মাধ্যমের জ্ঞান আল-কুরআন-এর মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। বোঝা ছাড়া কোরআন-সুন্নাহ বোঝা যায় না। আর যার মাধ্যমে আবশ্যকীয় বিষয় জানা যায়, তা জানাও আবশ্যক।’ সুতরাং দ্বীনি দিক লক্ষ্যও করে আরবি ভাষা শিখতে হবে। আর বর্তমান সময়ে সবাই তা শেখার জন্য অগ্রসর হচ্ছে।

তারপর আল-হাদিস সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ও বাস্তব জীবনে প্রয়োগে অবশ্যই আমাদের আরবি ভাষা জানা প্রয়োজন। আমাদের ইবাদত-বন্দেগী, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এমন যে কোনো মাধ্যমের জ্ঞান আল-কুরআন-এর মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব।

শুধু মুসলিমদের জন্য নয় আল-কুরআন যেহেতু সমগ্র মানব জাতির জন্য দিশারী তাই সকলেরই আরবি জানা আবশ্যক।ড. মরিস বুকাইলি মদিনায় দীর্ঘ আট বছর অবস্থান করে আরবি ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধি করার পর আল- কুরআন নিয়ে গবেষণা করেন এবং পরবর্তীতে মুসলিম হয়ে যান। আরবি ভাষা জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আধার। এ যেন জ্ঞানের এক মহাসমুদ্র। আরবি ভাষা জানার মাধ্যমে সেই সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের কিছুটা অর্জন করা সম্ভব। আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিশ্ব দরবারে স্থান করে নিয়েছে। আরবি কবিতা বর্তমান বিশ্বের প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শন, যার বাস্তব সংযোজন আমরা 'সাবউল মুয়াল্লাকাত'-এর মাধ্যমে পেয়ে থাকি। পরবর্তীতে আরবি ব্যাপক চর্চার ফলে সমগ্র বিশ্বে আরবি ভাষার সৌন্দর্য উপভোগ করা হয়। আরবি ভাষার সংস্পর্শে এসে অন্যদের ভাষা সাহিত্য সমৃদ্ধ হতে পারে। তাই আরবি ভাষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আরবি ভাষা :

আরবি ভাষার সাথে এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের আত্মার সম্পর্ক। এ দেশের আপামর জনসাধরণ আরবি ভাষাকে পরম শ্রদ্ধা করে। মন থেকে ভক্তি করে। হৃদয় দিয়েই ভালোবাসে। আরবি ভাষার যেমন রয়েছে ধর্মীয় গুরুত্ব তেমনি রয়েছে বৈষয়িক গুরুত্ব। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পেছনে তিনটি সেক্টরের গভীর অবদান রয়েছে। এগুলো হলো গার্মেন্টস, সেবা এবং অভিবাসন খাত। সাধারণত আমরা গার্মেন্টসকে সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত হিসেবে মনে করি। তবে গার্মেন্টস খাতের যে কাঁচামাল আমদানি ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক খরচ হয়, তা বাদ দিলে দেখা যায়, অভিবাসী কর্মীদের পাঠানো রেমিট্যান্স থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন গার্মেন্টসের চাইতে তিন গুণ বেশি। আর আজকের বাংলাদেশ যে বৈদেশিক রেমিটেন্স নিয়ে অহংকার করছে, তার সিংহভাগ আসে আরব দেশসমূহ থেকে। আমরা যদি ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে পারি তাহলে আরও বেশি জনশক্তি রপ্তানি ও বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব হবে। তাই এ কথা বলা যেতেই পারে, দেশের অর্থনীতি প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি অভিবাসী খাতে সরকারের আর একটু সুনজর ও তদারকি বহু গুণে বয়ে আনতে পারে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি। করোনাভাইরাসের কারণে বিপর্যস্ত হয়েছিল সব দেশের অর্থনীতি ব্যবস্থা। বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রের তথ্যমতে, এ রকম এক কঠিন সময়েও রিজার্ভ রেকর্ডসংখ্যক অর্থ মজুদ হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ অর্থনীতির এক ধরনের শক্তি। সাধারণত তিন মাসের সমান রিজার্ভ বা মজুদ রাখতে হয়। কিন্তু চলতি বছরে বাংলাদেশে প্রায় ১০ মাসের আমদানির সমান রিজার্ভ রয়েছে। রিজার্ভ বৃদ্ধির বেশ কয়েকটি উৎস রয়েছে। এরমধ্যে বর্তমানে বড় ভূমিকা রাখছে প্রবাসী আয়। প্রবাসীরা অর্থ পাঠানো

বাড়িয়ে দিয়েছেন। গত জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে প্রবাসী আয়ে প্রবৃদ্ধি ৪৬ শতাংশ। রপ্তানিও ঋণাত্মক ধারা থেকে ফিরে এসেছে। এখন পর্যন্ত রপ্তানির প্রবৃদ্ধি প্রায় ২ শতাংশ। তবে আমদানিতে তেমন গতি নেই। আবার মহামারির কারণে দাতাদের কাছ থেকে পাওয়া গেছে ঋণসহায়তা। আর এর অধিকাংশ অর্থই এসেছে মধ্যপ্রাচ্যের আরবি ভাষাভাষী দেশগুলো থেকে। অপরদিকে বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখে চলেছে মধ্যপ্রাচ্যের কয়টি দেশ। দেশের শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি বৈদেশিক মুদ্রা বা রেমিট্যান্স আসে সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের আরবি ভাষাভাষী দেশ থেকে। প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে অসংখ্য মানুষ এই আরব দেশগুলোতে কাজের সন্ধানে পাড়ি জমাচ্ছে। সারা বিশ্বে যতজন প্রবাসী বাংলাদেশি বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে তাদের সিংহভাগই মধ্যপ্রাচ্যে বসবাস করে। উইকিপিডিয়ার তথ্যমতে, প্রায় ২৮ লাখ প্রবাসী বাংলাদেশি মধ্যপ্রাচ্যে বসবাস করে। এই বসবাসরত অর্ধেকই সৌদি আরবে এবং চার ভাগের এক ভাগ আরব আমিরাতে বসবাস করে। বাংলাদেশিরা সাধারণত টেকনিশিয়ান, গৃহস্থালি কর্মী, শ্রমিক, ইঞ্জিনিয়ার এবং ব্যবসায়ী হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যে যায়। এ ছাড়া বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি চিকিৎসক রয়েছেন। বাংলাদেশিদের মধ্যে বিশ্বের অন্যতম আরবি ভাষাভাষী মানুষদের দেশ সৌদি আরবে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক বসবাস করে। তাদের সংখ্যা ১.২ মিলিয়নের মতো। সৌদি আরব ছাড়াও আরব বিশ্বের আরো কয়েকটি দেশে যেমন কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান, কাতার ও বাহরাইনে প্রচুর পরিমাণে বাংলাদেশি প্রবাসী বসবাস করেন। সেখানে বাংলাদেশিদের বিদেশি কর্মী হিসেবে ধরা হয়।

আইওএম আন্তর্জাতিক ফ্যামিলি রেমিট্যান্স দিবস উপলক্ষে প্রবাসী আয়ের উওপর নির্ভর এমন এক হাজার পরিবারের সঙ্গে কথা বলে একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। যেখানে বলা হয়েছে, শুধু দক্ষতা বাড়ার কারণে গত দশ বছরে মাসিক ২৫০ ডলার রেমিট্যান্স বেড়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, প্রবাসী বাংলাদেশি শ্রমিকদের ৯৮ শতাংশই পুরুষ। এদের প্রায় ১২ শতাংশ একেবারেই স্কুলে যাননি এবং ৮০ শতাংশের মতো পড়াশোনা করেছেন সেকেন্ডারি স্কুল পর্যন্ত। জরিপে অংশগ্রহণকারী প্রবাসী শ্রমিকদের প্রায় অর্ধেক কাজ করেন কোনো প্রতিষ্ঠানে, চার ভাগের এক ভাগ দিনমজুর বা খন্ডকালীন। গবেষণায় মোট চারটি সুপারিশের কথা বলা হয়েছে। যাতে জোর দেওয়া হয়েছে প্রবাসী শ্রমিকের শিক্ষা এবং দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ।

প্রবাসী শ্রমিকদের শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যাপারে বিশেষজ্ঞরা মতামত দিলেও সরকারের তেমন পদক্ষেপ লক্ষ করা যায় না। ফলে এদেশের জনগণ যখন আরব দেশে যায় তখন তারা ভাষা না জানায় বেশ বিড়ম্বনায় পড়ে। তারা পেশাগতভাবে আরবি ভাষায় দক্ষ না হওয়ায় যথার্থ বেতন-ভাতা ও নানাবিধ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অপরদিকে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ একটি দেশ। বছরের অধিকাংশ সময়ই নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে সংগ্রাম করে এদেশের মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়। বন্যা, সিডর, আইলা ও বিভিন্ন দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের

সাহায্যার্থে আমরা আরবি ভাষাভাষী তথা আরব দেশগুলো থেকেই সবচেয়ে বেশি অনুদান পেয়ে থাকি। সেই সঙ্গে আরব দেশগুলো আমাদের দেশের ধর্মীয়, সামাজিক ও উন্নয়নমূলক বিভিন্ন খাতে প্রচুর আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকে। অপরদিকে অনেক আরব দেশ আমাদের চেয়ে রাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি ও তথ্যপ্রযুক্তিতে বহু ধাপ এগিয়ে গেছে। দক্ষ আরবি ভাষী হয়ে কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদারকরণের মাধ্যমে আমরা তাদের কাছ থেকে সহজে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন পর্যায়ে উন্নয়নের রূপরেখা ও তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক নানা দিকনির্দেশনা গ্রহণ করতে পারি। তাই আরব দেশগুলোর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক সুদৃঢ়করণে আধুনিক আরবি ভাষা চর্চার ব্যাপক ও সুদূর পরিকল্পনা থাকা দরকার। আমরা যদি আমাদের দেশের কৃষ্টি কালচার খুব সহজে তাদের ভাষায় তুলে ধরতে পারি; তাহলে নানা দিক থেকে আমাদের দেশ সমৃদ্ধশালী হবে।

আরবি ভাষাভাষী দেশগুলোর সঙ্গে ব্যবসায়িক পরিধি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আরবি ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। সেই প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশের সঙ্গে আরব বিশ্বের ব্যবসার যোগাযোগ থাকলেও ভারত-পাকিস্তান আমাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে। কারণ তারা তাদের দেশে সরকারি খরচে আরবি ভাষা শিক্ষাগ্রহণ করে। যার ফলে তারা ব্যবসায়িকভাবে খুব দ্রুত সফল হচ্ছে। তাই মধ্যপ্রাচ্যে ব্যবসায়ীক পরিধি ও সুসম্পর্ক বৃদ্ধি করতে আধুনিক আরবি ভাষা চর্চার বিকল্প নেই। দুঃখের বিষয় হলো, মুসলিম অধ্যুষিত বিশাল জনসংখ্যার এ দেশে সরাসরি আরবি ভাষা শিক্ষা ও চর্চার জন্য সরকারের তেমন কোনো ভূমিকা নেই বললেই চলে। যদিও এদেশে সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত আলিয়া মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি পড়ানো হয়, তথাপি এসব প্রতিষ্ঠানের প্রতি আরবি বিশেষজ্ঞ সরকারি কর্মকর্তাদের নজর না থাকায় এবং শিক্ষাব্যবস্থায় পেশাগত আরবির বিষয়াবলি সিলেবাসভুক্ত না করায় এসব প্রতিষ্ঠান থেকে আধুনিক আরবি ভাষায় যোগ্য জনশক্তি তৈরি হচ্ছে না। কিছু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের ওপর উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেও তারা দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তিত হতে পারছে না। আমাদের দেশের মানুষের আরবি ভাষার ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি সব সময় ধর্মীয় দিক থেকে। অথচ বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত ভাষাগুলোর মধ্য আরবি ভাষা অন্যতম।

শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের করণীয়:

মুসলিম-প্রধান দেশ হিসেবে বাংলাদেশে আরবি ভাষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত ব্যাপক। আমরা যেহেতু কুরআনের এই ভাষাকে ভালবাসি তাই এবিষয়ে একটু নতুন করে ভাবা। অথবা বলা যায় আরবী শেখার ক্ষেত্রে 'তাজদীদুন নিয়্যাহ' বা নিয়তের নবায়ন করা। আরবি ভাষা জানা থাকলে অনেক ধর্মীয় বিষয়ের জ্ঞান সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়, আর ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হয়। আল-কুরআন ও হাদীস উপস্থাপন সহজ হয়। পৃথিবীতে

কত ভাষার জন্ম হলো আর পতন হলো, কিন্তু আরবি ভাষা আজও আপন মহিমায় দণ্ডায়মান। তাই যে বিষয়গুলো আমাদের করণীয় তা হচ্ছে :

- আরবী ভাষার খেদমতে সকলকে আত্মনিয়োগ করা এবং এক্ষেত্রে সকল প্রকার চেষ্টা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- জনসাধারণের হৃদয়ে আরবী ভাষার প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধির জন্য কাজ করা।
- মাদরাসার তালিবুল ইলমদের মাঝে আরবী ভাষা শেখার গুরুত্ব তুলে ধরা। এবং আরবী শেখার প্রতি সকলকে উদ্বুদ্ধ করা।
- ছাত্রদের আরবী ভাষায় কথা বলায় অভ্যস্ত করা, আরবি ভাষায় লেখালেখি করার সুযোগ প্রদান করা।
- আরবীকে শুধু কিতাব বুঝার জন্য না পড়ে জীবন্ত ও ব্যবহারিক ভাষা হিসেবেও শেখা।

উপরোক্ত বিষয়গুলো বাস্তবায়নে কিছু প্রস্তাবনা

সঠিকভাবে ভাষা শিক্ষা দিতে হলে ভাষা ও বিষয়ের সুসমন্বয় থাকা প্রয়োজন। তাই বেফাক ও সরকারী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের এ বিষয়ে নজর দেয়া দরকার।

- আরবী ভাষা শিক্ষাদানে ভাষাবিজ্ঞাননির্ভর ও সুনির্ধারিত নিয়মকানুন মেনে বোর্ড কর্তৃক পুস্তক প্রণয়ন করা।
- আরবী ভাষায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ এমন ভাষাবিদ ও আদীবদের মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস প্রণয়ন করা।
- ভাষাগত চারটি দক্ষতা যেমন: বলা, লেখা, পড়া এবং শোনা, এ সব পূরণে বর্তমানে আধুনিক ভাষা বিজ্ঞানের দিক বিবেচনা করে একটি সুসমন্বিত পাঠ-উপকরণ তৈরী করা বেফাক ও সরকারি মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থার একটি অবশ্যকরণীয় কাজ।
- সহজে ছাত্রদের আরবী ভাষায় পারদর্শি করে তুলতে "পরিকল্পিত আরবী ভাষা পরিবেশ" তৈরি করা।
- আরবী ভাষা বিষয়ে পাঠদান হতে হবে আরবীতে। এর মাধ্যমে ছাত্ররা সার্বক্ষণিক আরবী ভাষা চর্চার সুযোগ পাবে।
- লেখালেখির সাথে অভ্যস্ত করতে দেয়ালিকা, মাসিক, ত্রৈমাসিক পত্রিকা ও সাময়িকী প্রকাশ করা ।
- আরবী ভাষা শিক্ষাদানে নাহু-ছরফ-এর মত কথোপকথন ও ভাষাচর্চার কোর্সের ব্যবস্থা করা।
- মাদরাসায় ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে আরবী পরিভাষা ব্যবহার করা।
- যে সকল শিক্ষক আরবী ভাষা শেখাবেন সে সকল শিক্ষকদের জন্য অভিজ্ঞ আরবী ভাষাবিজ্ঞানী ও ভাষাবিদদের মাধ্যমে "শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স" আয়োজন করা।

- আরবী ভাষাকে নিয়ে আরবীতে সভা সেমিনার ও অনুষ্ঠান আয়োজন করা।

দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে করণীয়:

দেশের অর্থনীতির অন্যতম শক্তি ধরা হয় রেমিটেন্স। আর এ রেমিটেন্সের সিংহভাগই অর্জিত হয় আরবি ভাষার দেশসমূহ থেকে। তাই বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে আরো চাঙ্গা করার লক্ষ্যে হলেও আরবি ভাষাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে গুরুত্ব দেওয়া দরকার।দেশে প্রচলিত আরবি ভাষা শিক্ষার যে সংক্ষিপ্ত কোর্সগুলো আছে, তার দ্বারা তেমন কোনো উপকার হচ্ছে না। তাই সরকারিভাবে পরিকল্পিতভাবে বিদেশে বাংলাদেশি জনশক্তি রপ্তানি করতে হলে প্রাথমিক শিক্ষা থেকেই ভাষার ওপরে জোর দিতে হবে। আরবি ভাষা ও সাহিত্যে ডিগ্রি অর্জন করা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। ভারত-পাকিস্তানের মতো আমাদের দেশেও যদি সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিদেশগামী জনশক্তিকে ভাষাগত দক্ষতাসম্পন্ন করে রপ্তানি করা যেত, তাহলে তারা আরো অধিক বেতন ও নানা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারত; দেশে আরো অধিক পরিমাণে রেমিট্যান্স আসত। এদিক বিবেচনায় জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থেই দেশে আধুনিক আরবি ভাষা চর্চার ব্যবস্থা করে এ ভাষায় দক্ষ জনশক্তি বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

পরিশেষে :

বর্তমান অন্য মুসলিম দেশগুলোতেও আরবি ভাষার ব্যবহার বাড়ছে। জাতিসংঘ, আফ্রিকান ইউনিয়ন, ওআইসিসহ অসংখ্য আন্তর্জাতিক সংস্থার অফিশিয়াল ভাষা হলো আরবি। আরবি ভাষা শুধু একটি ভাষা নয়, বরং এটি আন্তর্জাতিক মানের একটি ভাষা। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আরবি ভাষার গুরুত্বের কারণেই-এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বর্তমানে যত প্রকার Trade আছে সবখানে আরবিকে Trade Language হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। কূটনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ় করতে হলে চাই আরব দেশগুলোর সাথে ব্যাপক আরবি ভাষা চর্চা ও সংস্কৃতি বিনিময়ের পরিকল্পনা। এমনিতেই আরব দেশসমূহ আমাদের সামাজিক ধর্মীয় ও উন্নয়নমূলক খাতে প্রচুর পরিমাণে আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকে। তাই দক্ষ আরবি ভাষী হয়ে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য আরবি ভাষা জানা প্রয়োজন। কেননা বিশাল জনগোষ্ঠীর মুসলিম দেশ বাংলাদেশ সেখানে অনেকটা পিছিয়ে আছে আরবী ভাষা না জানার কারণে। বাংলাদেশ সরকার যদি আরবি ভাষা ও সাহিত্যে ডিগ্রি অর্জন করা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে, তাহলে হয়তো দেশ অর্থনৈতিকভাবে আরো সমৃদ্ধশালী হবে। আর তা করতে হলে সরকারিভাবে পরিকল্পিতভাবে প্রাথমিক শিক্ষা থেকেই ভাষার ওপরে জোর দিতে হবে। তাই সরকারের একটু সুনজর বয়ে আনতে পারে

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অপার সম্ভাবনা। অপরদিকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও আরবি ভাষা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। ইসলামের যে কোনো বিধান আবিষ্কার করতে হলে আরবি ভাষা জানতে হবে। কোরআন ও হাদিসের সঠিক মর্ম বের করতে হলেও আরবি ভাষা অবশ্যই প্রয়োজন। আরবি ভাষা অধ্যয়ন বা আয়ত্ত করা ছাড়া কোনো লোক ইসলামের কোনো বিষয়ের ওপর ফতোয়া দিতে পারবে না। তাফসির বা কোরআনের ব্যাখ্যা অন্যকে শিখাতে হলে বিধানাবলি বলতে হলে অবশ্যই তাকে আরবি ভাষা জানতে হবে। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি আরবি ভাষা সর্বদিক থেকে আমাদের জন্য অতি প্রয়োজন। তাই আমরা আরবি ভাষা শিখার প্রতি আরো উৎসাহী হই এবং শিখি। এ ভাষা আরো বিস্তারের ক্ষেত্রে সরকারেরও প্রদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে কুরানের ভাষার খেদমতে কাজ করার তাওফীক দান করুন। সঠিক ও সুন্দরভাবে আরবী ভাষা শেখার তাওফীক দান করুন। এই ভাষার জন্য আমাদের সবধরনের প্রচেষ্ঠাকে আল্লাহ তাআলা কবুল করুন। আমীন।

রেফারেন্স :

-
- আল কুরআন
- আল হাদিস
- আল মুজহির
- তারিখু আদাবিল আরবি
- আল মুকাদ্দিমা
- তারিখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যা

- মাসবুকুজ জাহাব ফি ফাজলিল আরব ওয়া শারফুল ইলমি আলা শারফিন নাসবি
- মাজমুউল ফাতাওয়া
- শাজারাতুজ জাহাব, ইবনে ইমাদ আল হানবালি
- সিয়ারু আলামিন নুবালা, জাহাবি
- বাংলাপিডিয়া
- উইকিপিডিয়া
- ইন্টারনেট